শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

মিলন

দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রাপ্তিস্থান—বরেন্দ্র লাইব্রেরী।
২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ১৲ এক টাকা

প্রকাশক

শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ

২০৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চৈত্র ১৩২৮ সাল।

৬৭।৯ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট কলিকাতা

ইউনিয়ন প্রেসে

শ্রীমন্মথনাথ দাস

দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীমনুজেন্দ্রনাথ পাল

প্রিয় ভুটু!

জীবনের প্রতি অঙ্কে তোমার স্মৃতি জড়িত।
তাই আমার এ ক্ষুদ্র "মিলন" তোমারই
নামের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিলাম।
জীবন-যবনিকা পতনের পরও এ
মিলন আমাদের সে স্মৃতি
কি ধরিয়া রাখিতে
পারিবে না?

তোমার
শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল

মিলন

প্রথম পরিচ্ছেদ

মিলন বাসর;—আনন্দ কোলাহলে বিশ্ব প্রহর্ষিত মুখরিত। আজ আকাশে বাতাসে আনন্দের রোল মিলন-সঙ্গীতের অপূর্ব তালে নৃত্য করিতেছে। আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—শুক্লাষ্টমীর অপূর্ণ চাঁদ প্রথম মধুমাসের সুনীল আকাশে জ্যোৎস্না-বসনে ভূষিত হইয়া ধরণীর গায়ে হাসিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। মধুর-মলয়-সমীরণ কুসুম-সুরভি অঙ্গে মাখিয়া নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। আজ যেন হাসির সাগরে

হাসির ঢেউ উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। চির পরিচি
দুইটী হৃদয় বিধির আশীষ মণ্ডিত হইয়া মর্ত্ত্যে স্বর্গের সৃষ্টি
করিবে,—কর্ম্মস্রোতে ভাসিয়া যাইবে, তাই আজ এত
আনন্দ,—এত উৎসব,—এত কোলাহল! লোকের
ভিড়ে,—ফুলের সুবাসে, সানায়ের কানাড়া আলাপে
নিতাই সেনের সৌধশিখর মিলন কোলাহলে
পরিপূর্ণ।

নিতাই সেন কারবারী লোক—কারবারে তাঁহার
বেশ লক্ষ্মীশ্রী হইয়াছে। কমলার করুণ দৃষ্টিতে তাঁহার
সুখের সংসার ভরিয়া উঠিয়াছে। আজ তাঁহারই কন্যা
সুকুমারীর বিবাহ। বর বহুক্ষণ সদল বলে কন্যার
বাটীতে পদার্পণ করিয়াছে,—বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীর
চর্ব্বচূষ্য ব্যাপারও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে,—শুভ
লগ্ন উপস্থিত, এইবার কন্যা সম্প্রদান হইবে। বর
তাহার সাচ্চা পোষাক ছাড়িয়া বারাণসী কাপড়ে পরি-
শোভিত হইয়া আলিপনাঙ্কিত পীঁড়িতে যাইয়া
উপবিষ্ট হইয়াছে,—কন্যাকেও আনা হইয়াছে।
অন্তঃপুরে মঙ্গল হুলুধ্বনি শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া

যেন থাকিয়া থাকিয়া আনন্দ বৃষ্টি করিতেছে। সম্প্রদান স্থানে বিবাহ দেখিবার জন্য সকলেই শশব্যস্ত।

বরপক্ষের পুরোহিত স্কন্ধের উপর উত্তরীয়খানি আড়ভাবে ফেলিয়া, তাঁহার শুভ্র মোটা পৈতার গোছা বাহির করিয়া দিয়াছেন। তিনি বরের নিকট হইতে একটু দূরে উবু হইয়া বসিয়া, মুখখানা বেশ একটু গম্ভীর করিয়া তাহার উদরে যে পাণ্ডিত্যের অনন্ত সমুদ্র তোলপাড় করিতেছে তাহাই প্রমাণ করিতে রীতিমত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার হস্তস্থিত থেলো হুকার উপরিস্থিত কলিকার আগুন, সজোর টানে যেন ব্রহ্মতেজ জ্ঞাপন করিয়া দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের চোঙ্গার মত তাম্রকূট ধূম নাক মুখ দিয়া ভগ্ ভগ্ করিয়া ক্রমাগত বাহির হইয়া সমস্ত ঘরখানাকে একেবারে ভরাইয়া তুলিতেছে।

কন্যাপক্ষের পুরোহিত বরের পার্শ্বে একখানা কারপেট আসনে উপবিষ্ট হইয়া বরকনে স্ত্রী আচারে

প্রেরণের জন্য সবে মাত্র দুই একটি মন্ত্র আওড়াইতে লাইতেছিলেন, -ঠিক সেই সময় হারাধনের কর্কশ কণ্ঠ একেবারে বেসুরা, বেতালা বাজিয়া উঠিল। সেই বাড়ীশুদ্ধ লোকের আকণ্ঠ কোলাহল ভেদ করিয়া, সানায়ের মধুর রাগিণীকেও ডুবাইয়া দিয়া হারাধনের রাজখাঁই গলা বাহির হইল, "একি চালাকি! ও সব ছোটলোকমী আমাদের কাছে চলবে না। আমরা তো এখানে মগডালী কারবার খুলতে আসিনি যে, কিছুতেও চলবে। হয়, যা কথা আছে সেই অনুযায়ী কার্য্য করুন, নয়তো আমরা বর তুলে নিয়ে যাব; ও কিছু ফাঁকি চলবে না—সাফ্ স্পষ্ট কথা বলে দিলুম। আমার ভগিনীপোত্র ওকালতী করে চুল পাকিয়ে ফেললে— আর আমাদের সঙ্গে জুচ্চুরী!"

হারাধনের এই বেসুরা বেপ্যাটার্ন আওয়াজে পুরোহিতের আর মন্ত্রপাঠ করা হইল না, তিনি যেন একেবারে থতমত খাইয়া গেলেন। উপস্থিত সকলেরই দৃষ্টি দরজার দিকে পতিত হইল।

হারাধনই এই বিবাহের একরূপ বরকর্তা বলিলেই

হয়,—সহসা সে কেন এমন খাপ্পা হইয়া উঠিল? ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য সকলেই একটু রীতিমত উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িলেন। সম্প্রদান গৃহের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোমরে চাদরখানা বেশ মজবুত করিয়া বাঁধিয়া, পাঞ্জাবীটার আস্তিন রীতিমত গুটাইয়া, মুখ চোখ একেবারে লাল করিয়া হাত পা ছুড়িয়া হারাধন চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। উপস্থিত প্রায় সমস্ত লোকই সম্প্রদানের স্থান ছাড়িয়া তাহার চারি পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল,—দেখিতে দেখিতে তথায় একটা রীতিমত ভিড় জমিয়া গেল। সকলেই সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ব্যাপার কি, কি হয়েছে মশাই?"

কিন্তু ব্যাপার যে কি তাহা স্পষ্ট জানিবার উপায় ছিল না। রাগের ধমকে হারাধন হাত পা নাড়িয়া কেবল এলোমেলো চীৎকারে অন্তঃপুরে পর্যন্ত হুলুস্থুল বাধাইয়া তুলিয়াছিল। কন্যার নিকট আত্মীয় স্বজনগণের হৃদয় কম্পিত করিয়া সে যেন একটা ধূমকেতুর মত সেই আনন্দ কোলাহল মুখরিত বাটীতে একটা মহাবিষাদের ঢেউ আনিয়া ফেলিল।

কন্যার বিবাহে, কন্যার পিতা সতত‌ই শঙ্কিত হইয়া থাকেন, একটু উনিশ বিশ হইলেই মহা অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। একটা প্রবল স্পন্দনে থাকিয়া থাকিয়া তাহার সমস্ত বুকটা যেন দুলিয়া উঠে। তাহার উপর যদি সহসা বরকর্তার মাথা গিয়া উচাইয়া যায়, তাহা হইলে তো একেবারে কাজের চরম হইয়া দাঁড়ায়। জয়দ্রথ বধের পূর্বে সুদর্শন চক্র কর্তৃক [illegible] সূর্য্য অস্তমিত হওয়ায়, অর্জুনের অবস্থা যেমন হইয়াছিল, তাহার অবস্থাও বোধ হয় তদপেক্ষা কোন রকমেই কম শোচনীয় হয় নাই।

পাত্র হারাধনের ভাগ্নে হইলেও, সেই যে এ বিবাহের সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাহা সুকুমারীর পিতা নিতাই সেনের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না। পাত্রী পছন্দ হইতে দেনা পাওনা মিটমাট প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারই হারাধনের সহিত হইয়াছে,- পাত্রের পিতা পার্ব্বতী মিত্তির এ সম্বন্ধে কোন কথাতেই ছিলেন না। এ অবস্থায় হারাধনের চীৎকারে নিতাই সেনের মুখ যে একেবারে এতটুকু হইয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! নিতাই সেন সত্যই রীতিমত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহা

একজন নিকট আত্মীয়ের সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাঁচ শত টাকা নিশ্চয় দিয়া যাইবার কথা, কিন্তু তিনি সেই টাকাটা না দিয়া যাওয়ায়, বরপণের সাড়ে তিন শত টাকা কম পড়িয়া গিয়াছে,—তাহাতেই এই বিভ্রাট।

গোলযোগ শুনিবামাত্র বিশুষ্ক মুখে নিতাইবাবু ভিড় ঠেলিয়া যোড়হস্তে একেবারে তারাধনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কারবারী লোক,—চারি পাঁচ শত টাকা জোগাড় করা তাঁহার পক্ষে বিশেষ কষ্ট সাধ্য নহে। এই আসে এই আসে করিয়া টাকাটার আশায় আশায় থাকিয়াই তিনি এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন নতুবা সময় থাকিলে,—শেষ রাত্রে না হইলে কিছুতেই তাহাকে এত এব বাড়ী লোকের সম্মুখে এরূপ ভাবে অপদস্থ হইতে হইত না, টাকাটা বহুক্ষণই জোগাড় হইয়া যাইত। তাঁহারই সামান্য একটু ভুলে এত গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। বর কনে বিদায় হইবার পূর্ব্বেই টাকাটা দিয়া দিবেন ভাবিয়া তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলেন। সম্প্রদানের ঠিক পূর্ব্বেই যে টাকাটা না দিতে পারিলে এমন একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটিতে পারে

তাহা তিনি ধারণাও করিতে পারেন নাই। যাহাদের সহিত আজ হইতে ভগবান নারায়ণ শীলার সম্মুখে এক মহা পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে,—যাহাদের নিকট কন্যা বিনিময় করিয়া জামাতারূপে পুত্র পাইতেছেন,—যে বন্ধনে দুইটী সংসার এক হইয়া মানে অপমানে, সুখে দুঃখে, এক সূত্রে জড়িত হইতেছে,—সামান্য কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যাহারা একেবারে চিরদিনের মত আপনার হইয়া যাইবে, তাঁহারা যে সেই পবিত্র সম্বন্ধ তুচ্ছ করিয়া, এই সামান্য মাত্র তিনশত, সাড়ে তিন শত টাকার জন্য রাত্রিটুকু প্রভাতেরও অপেক্ষা না করিয়া এই একবাড়ী লোকের সম্মুখে তাহাকে এরূপ ভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতে পারে—প্রাণ খোলা দিল দরিয়া নিতাই সেনের এতটা বুঝিবার শক্তি ছিল না।

কন্যার পিতাকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া হারাধনের গলা বাজিটা একেবারে সপ্তমে চড়িয়া উঠিল;—সে কোমরের চাদরখানা আর একটু কসিয়া লইয়া চীৎকারের চোটে অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত ক্রন্দন রোল তুলিয়া দিয়া আরম্ভ করিল, "এই যে নিতাইবাবু, এ কি রকম জোচ্চুরী

মশাই? টাকা দিতে পারবেন না একথা আগে বললেই হ'তো। আমার ভগিনীপোত ওকালতী করে চার পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করেন আর আমাদের কাছে ধাপ্পাবাজী,—আমাদের ঠকাবার মতলব! এখন টাকা হাজির করেন তো করুন নয়তো আমরা বর তুল্‌ম।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই আকস্মিক বিপত্তিতে নিতাই সেনের মগজটা একেবারে বিগড়াইয়া গিয়াছিল,—তাহার উপর হারাধনের সেই বিকট চীৎকারে তিনি একেবারে দিশেহারা হইয়া পড়িলেন, অতি শঙ্কিত হৃদয়ে জড়িত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিলেন, "হারাধনবাবু,—এই রাত্রিটুকুর মত আমাকে একটু দয়া কর্ত্তেই হবে। রাতটা প্রভাত হ'লেই আমি আপনার পাই পয়সাটি পর্য্যন্ত মিটিয়ে দেব। যখন দেব বলেছি তখন যেমন করে পারি নিশ্চয়ই দেব;—শুধু একটু বে-হিসেবের জন্যেই এই গোলযোগটা হয়ে পড়েছে। আপনাদের ঘরে মেয়ে দিচ্ছি,—আপনাদের ঠকাবার মতলব? সে কি কথা? আপনাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা কি আমার কম সৌভাগ্যের কথা? এমন কথা একবারও মনে স্থান দেবেন না।"

নিতাইবাবুর কথাটা না শুনিলে নয়—তাই বোধ হয় হারাধন একটু থামিয়া ছিল, সে আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, "ও দয়া মায়ার ধার আমরা

ধরিনে মশাই। ও সব আকের টিকলির মত মিষ্টি কথা ব্যাপারীদের সঙ্গে কইবেন,—শুধু মিষ্টিকথায় চিঁড়ে ভেজে না। এম, এ, পাস করা ছেলে,—বাপ তার পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করে, এর ওপর আবার দয়া। আমি উকিলের শালা বুঝেছেন, আমার সঙ্গে ওসব দমবাজী চলবে না। একবার দু'হাত এক করে দিতে পারলেই কলা দেখাবার বড় যুত হয়—না!"

হারাধনেব কথায় বাধা দিয়া ভিড়ের মধ্য হইতে একব্যক্তি বলিলেন, "এম, এ, পাশ করা ছেলে, বাপ বড উকিল, আপনারা ভদ্রলোক তাই দয়ার কথা হয়েছে, নইলে কি আর চাষারেব কাছে কেউ দয়ার কথা পাড়ে।"

অনলে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল, হারাধন একেবারে তিন চারি হাত লাফাইয়া উঠিল। সে পাঞ্জাবীর আস্তিনটা টানিয়া প্রায় কাঁধের উপর তুলিয়া বাম হাতের উপর ডান হাতটা সজোরে আঘাত করিয়া চোখ মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, "নেয্য টাকা চাইলে অনেক

শানাই চামার হয়? ওসব তুড়িতে হারাধন শৰ্ম্মা ভোলে না। যদি এখানে দু'হাজার বেফাস গালাগালিও সহ্য কত্তে হয় সেও স্বীকার, তবু একটা কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত কম হ'লেও আমি কিছুতেই বিয়ে দিতে দেব না।"

গাত্রহরিদ্রা, নান্দীমুখ প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে, এ অবস্থায় হিন্দু-কন্যার বিবাহ না হইলে ধর্ম্মে পতিত হইতে হয়। এক্ষণে যদি কন্যার বিবাহ না হয় তাহা হইলে নিতাইবাবুকে জাতিচ্যুত হইতে হইবে,— ভবিষ্যতে কন্যার যে আর বিবাহ হইবে, তাহারও সম্ভাবনা অতি অল্প। নিতাই সেন মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন,—তিনি হারাধনকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য মহা কাতরকণ্ঠে আবার বলিলেন, "দেখুন রাত্রি দুটো বেজে গেছে, এ অবস্থায় এখনি টাকাটা জোগাড় হওয়া অসম্ভব! তা হারাধনবাবু এক কাজ করুন,—আমি আমার সমস্ত স্ত্রীর গহনা এনে দিচ্ছি,—তার দাম কিছু না হ'লেও হাজার টাকার কম নয়। টাকাটার দরুণ সেগুলো আপনি জামিন

রাখুন। কাল সকালে আমি টাকাটা দিয়ে সেগুলো আপনার কাছ থেকে নিয়ে আসবো এখন।"

কিন্তু হারাধন নিতাই সেনের সে কাতরোক্তিতে ভ্রূক্ষেপও ক'রল না,—সে নামজাদা বড়লোক উকীলের সম্বন্ধী,—সে সহজ লোক নয়। সে তৎক্ষণাৎ নিতাইবাবুকে বাধা দিয়া তাঁহার মুখের সম্মুখে হাতখানা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "মশাই, আমাদের তো আর বন্ধকি কারবার নেই,—যে গয়না বন্ধক রেখে ছেলের বিয়ে দেব। ওসব আবদার এখানে চলবে না। না এখানে,—এমন ছোটলোকের ঘরে আমরা কিছুতেই ছেলের বিয়ে দিতে পারিনে। আমরা এখন ছেলে তুলে নিয়ে যাব।"

হারাধনের কথাটা শেষ হইতে না হইতেই অমনি ভিড়ের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "আমাদের পাড়া থেকে ছেলে উঠিয়ে নিয়ে যায়, এমন মিঞা তো দেখতে পাইনে হে। এখানে আর উকিলের শালাগিরী চলবে না।"

হারাধনের বিকট চীৎকারে,—এবং কুৎসিৎ

মিলন।

ব্যবহারে উপস্থিত জনসঙ্ঘ রীতিমত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সীমা অতিক্রম করিলেই মানুষের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়,—হারাধন সীমা অতিক্রম করায় সকলেই একেবারে চটিয়া লাল। ব্যাপার যেখানে আসিয়া দাড়াইয়াছে তাহাতে বিবাহের আনন্দ উৎসব যে শেষে দাঙ্গায় পরিণত হইবে না তাহারই বা ঠিক কি? কি ক্রোধে হারাধনের কণ্ঠ "এ সময় মিত্তির মশাই কোথায় গেলেন" বলিয়া দুই হস্তে সেই ভিড় ঠেলিয়া মিত্তির মহাশয়ের সন্ধানে চলিয়া গেল।

নিতাইবাবু কি করিবেন, না করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া জড়পিণ্ডের মত একটা বুক ভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কর্ম্ম কোলাহল মুখরিত, হর্ম্ম্য-শিখর-পুঞ্জে পরিবেষ্টিত কলিকাতা সহর, রজনীর গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই ধীর স্থির শান্ত হইয়া আসিতেছিল। দুরন্ত বালক যেন সারাদিন দৌরাত্ম্যের পর ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া মাতৃকোলে ঘুমাইয়া পড়িতেছে। শুক্লাষ্টমীর সুবিমল চন্দ্রমা পশ্চিম কোলে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার সে মধুর হাসি রজনীর নিবিড় অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। কৃষ্ণাকাশ তারার মালা পরিয়া বিরাট গাম্ভীর্য্যের সৃষ্টি করিয়া আর এক নূতন শোভা ধারণ করিয়াছে। আকাশে বাতাসে শান্তি যেন ঘুমের মোহ ছড়াইয়া দিয়া নয়ন পল্লব মুছিয়া দিতেছে।

নিতাই সেনের বাটীর পার্শ্বেই তাঁহারই এক প্রতিবেশী বন্ধুর বাটী। তাঁহারই বৈঠকখানা দুইখানি বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদিগের বসিবার জন্য ব্যবহৃত

হইয়াছিল। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তথায় লোকের সমাগমে দাঁড়াইবার পর্য্যন্ত স্থান ছিল না, কিন্তু এক্ষণে তথায়, লোকজন নাই বলিলেই হয় যাত্রা ভাঙ্গিবার পর শূন্য আসরের মত কেবল সেজের বাতীগুলা আপন মনে ধীর বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া অনর্থক জ্বলিয়া যাইতেছিল। কেবল বরের পিতা একটা তাকিয়া ঠেস দিয়া অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় চক্ষু অর্দ্ধ মুদিত করিয়া একাকী গুড়গুড়ীর নলটা ধীরে ধীরে টানিতেছিলেন,—তাম্রকূট-ধূম তাঁহার মুখ গহ্বর হইতে বাহির হইয়া কুণ্ডলীআকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শূন্যে উঠিতেছিল। পুত্রের বিবাহের সমস্ত ভার হরাধনের উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি একাকী বসিয়া নিশ্চিন্তে মনঃ শান্তি উপভোগ করিতেছিলেন। পত্নী ও শ্যালকহ তাঁহার পুত্রের বিবাহ স্থির করিয়াছিল, এ বিবাহে তাহারাই কর্ত্তা। তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত ছিলেন না, কেবল না আসিলে নয় তাই সামান্য নিমন্ত্রিতের ন্যায় সঙ্গে আসিয়াছিলেন মাত্র। কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের মত তিনি এই বরপণ যুদ্ধে

অস্ত্র ধরিতে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু সমাজের উপর দিয়া যে হাওয়া বহিয়া যাইতেছে তাহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করিলে গৃহে যে একটা মহা অশান্তির সৃষ্টি হইবে তাহা তিনি বুঝিতেন, তাই নীরবে বাধ্য হইয়া কেবল মাত্র সারথীরূপে অশ্বের বল্গা ধরিয়াছিলেন।

একাকী বসিয়া গুড়গুড়ীর নলটা ধীরে ধীরে টানিতে টানিতে মিত্তির মহাশয়ের বেশ একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল; সহসা হারাধনের বিকট 'মিত্তির মশাই' শব্দে তিনি চক্ষু মেলিয়া একেবারে ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন হারাধন একেবারে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাহাড়ে নদীতে বন্যা আসিবার মত বহু সংখ্যক লোক একেবারে হুড়্ হুড়্ করিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতেছে। হারাধনের দাঁড়াইবার ভঙ্গিমা, মুখ চোখের ভাব দেখিয়াই পার্ব্বতী মিত্তিরের আর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, হারাধন নিশ্চয়ই একটা কিছু কাণ্ড বাধাইয়াছে। তিনি একটু ব্যস্ত হইয়া ব্যাপারটা কি

জানিবার জন্য হারাধনকে কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু সেই সময় ভিড়ের ভিতর হইতে একব্যক্তি তাহার গলাটা বেশ একটু উঁচু করিয়া, রীতিমত ওজস্বরে বলিলেন, "এই যে বরের বাপ বসে আছেন, ওঁকে একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল না হে, পণ সম্বন্ধীয় আইনের কথাটা। চাষাদের মুখেও তো কখন এমন কথা শুনি নি।"

কথাটা যেন হারাধনের কর্ণে উত্তপ্ত সীসার মত প্রবেশ করিল, সে স্প্রীংএর পুতুলের মত চড়াৎ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। মুখখানা একেবারে বিশ্রী বিকৃত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "যত বড় মুখ তত বড় কথা। [illegible] তিন চার শো টাকা,—আর আমাদের বলে কি না এত বড় কথা। তিন চার শো টাকার জন্য যারা ভদ্রলোককে চাষা বলতে পারে তারাই ছোটলো আসল চামার! উঠে আসুন মিত্তির মশাই, এ ছোট লোকের বাড়ীতে আমি কিছুতেই নলিনের বিয়ে দিতে দেব না।"

সর্ব্বনাশ! হারাধন বলে কি? ব্যাপার যে রীতিমত তাল পাকাইয়া উঠিয়াছে তাহা হারাধনের 'উঠে আসুন' বলিবার পূর্ব্বেই পার্ব্বতী শঙ্কর বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি হারাধনের কণ্ঠ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইবার পূর্ব্বেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বিস্মিতের ন্যায় হারাধনের মুখের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "কি হয়েছে হারু? ব্যাপার কি?"

হারাধন মিত্তির মহাশয়ের দিকে ফিরিয়াছিল, সে তাহার মাথাটা বার দুই নাড়িয়া আবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "বলেন কি মিত্তির মশাই ব্যাপার কি! মেয়ের অদৃষ্টে আগুন লেগেছে, না দেখে মেয়ের সর্ব্বস্তর হয়েছে। আমাদের এম, এ, পাশ করা ছেলে, মেয়ের ভাবনা? তিন চার শো টাকার জন্যে যাদের মাথা ঘুরে যায় তাদের সঙ্গে কুটুম্ কুটুম্বিতে কিছুতেই হতে পারে না। আমাদের কাছে ধাপ্পা-বাজী!"

ভিড়ের ভিতর হইতে যিনি কথা কহিয়াছিলেন, তাঁহারই কণ্ঠস্বর আবার শ্রুত হইল, "ওরে ও পাগলের

কথা ছেড়ে দাও না। যখন বরের বাপ উপস্থিত রয়েছেন তখন ওর কথা আবার ধরে কে ? বরের বাপ কি বলেন তাই আগে শোন না।”

হারাধন একেবারে লম্ফ দিয়া উঠিল,—বোধ হয় সেইখানেই একটা বেশ রীতিমত ঘুসাঘুসি হইয়া যাইত, আর একটু হইলেই আনন্দ কোলাহল সমর-নিনাদে পরিণত হইত,সানাইয়ের পরিবর্ত্তে দামামা বাজিত,—চারিদিকেই মার মার কাট কাট পড়িয়া যাইত। কিন্তু পার্ব্বতীবাবু বাধা দিলেন, তিনি হারাধনের হাতটা ধরিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন, “হাক, একটু থাম না,—ব্যাপারটা কি আমায় ছাই শুনতেই দাও না।”

সহসা উত্তেজনার মুখে বাধা পাইয়া, বন্য বরাহের মত হারাধন ঘোঁত ঘোঁত করিতেছিল,—পার্ব্বতী বাবু নীরব হইবা মাত্র সে একেবারে আকণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল, “এর আবার শুনবেন কি মশাই,—শোনা-শুনির আছে কি,—সাড়ে তিনশো চারশো টাকার জন্যে এত অপমান,—এত কথা! লজ্জায় আমার মাথা কাটা

যাচ্ছে। বলুন দেখি আমি কোন মুখে দিদির কাছে যাব ?”

এক গেঞ্জি পরা যুবক পরিবেশন করিতে করিতে গোলমাল শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল,—সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, “কোন্ মুখে যাব! কচি খোকা, দিক চিনতে পারছেন না,—একবার দক্ষিণ মুখটা দেখিয়ে দাওনা হে! ভগ্নীপোতের অন্নে থাকলে, তার আর কত ভালো হবে ?”

হারাধন এবার সত্যই জ্ঞান হারাইল। পার্ব্বতী-বাবু তাহার হাতখানা ধরিয়াছিলেন, সে সজোরে সেখানা মুক্ত করিয়া, আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, “টাকা ভিন্ন আপনি যদি এখানে আপনার ছেলের বিয়ে দেন, তাহ’লে আমি আজ থেকে আপনার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তুলে দেব, তা কিন্তু স্পষ্ট বলে দিলুম—হাঁ। আমার এই দণ্ডে টাকা চাই,—টাকা ভিন্ন আমি কিছুতেই বিয়ে দিতে দেব না।”

একটি পাকা বৃদ্ধ এক পার্শ্বে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থেলো হুকা টানিতেছিলেন। তিনি হারাধনের

দিকে ফিরিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "ভায়া, রাগের ধমকে শেষ যে আবোল তাবোল বোকতে আরম্ভ করলে। টাকা না পেলে বিয়ে না দিতে পার, এ কথাটা ভুলোবার মানতে পারি, কিন্তু ভগিনীপোত্র সম্পর্কটা ইচ্ছা মাফিক তুলে দেব বল্লেই তুলে দেওয়া যায় না কি হে?"

বৃদ্ধের সুরে সুর মিলাইয়া আর একজন আবার কি বলিতে যাইতে ছিলেন কিন্তু নিতাইবাবুকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া তিনি নীরব হইলেন। নিতাইবাবুর বিশুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া পার্ব্বতীবাবু বেশ একটু ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, "এই যে বেহাই মশাই,—তারপর কন্যা সম্প্রদানের এত গোলমাল কিসের! এদিকে লগ্ন যে যায়।"

লজ্জায় অপমানে নিতাই সেনের প্রাণের ভিতর তখন যে কি ঝটিকা বহিতে ছিল তাহা কেবল অন্তর্য্যামীই বুঝিতে ছিলেন। পার্ব্বতীবাবুর মুখে বেহাই সম্বোধনে তাহার দেহের প্রতি শিরা অনুশিরা পর্য্যন্ত কে যেন মুষড়াইয়া ধরিল,—সেই মধুক্ষ

সম্বোধন, বিকট বিদ্রূপের মত তাঁহার কর্ণের চারি পার্শ্বে যেন অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল। অশ্রুজলে নয়ন পল্লব সিক্ত হইবার উপক্রম হইল। তিনি কি বলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কথা স্পষ্ট সবটা বাহির হইল না; তিনি জড়িত কণ্ঠে বলিলেন "আজ্ঞে, আমি বড় বিপদে—"

পার্ব্বতী বাবু তাঁহাকে বাধা দিলেন,—বলিলেন, "সে যা হয় পরে হবে,—বিপদতো মানুষের আছেই, তার জন্য সম্প্রদানের বিলম্ব কচ্ছেন কেন?"

নিতাই সেনের ঠোঁট দুইটি আবার কাঁপিয়া উঠিল, তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু হারাধন একেবারে বোমার মত ফাটিয়া উঠিল, "বিলম্ব কচ্ছেন কি! আমি টাকা না পেলে কিছুতেই সম্প্রদান হতে দেব না।"

পার্ব্বতীবাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আরে হারু, ব্যস্ত হও কেন! সম্প্রদানটা হয়ে যাক, তার পর দেখ না, আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

হারাধন মুখখানা বিকৃত করিয়া এক অদ্ভুত কণ্ঠে

বলিয়া উঠিল,—"সম্প্রদানটা হয়ে যাবার পর আপনি আর কি ছাই ব্যবস্থা কর্ব্বেন! না—না—আমি ও কোন কথা শুন্‌তে চাইনে। আমার টাকা চাই—টাকা না পেলে আমি কিছুতেই বিয়ে দিতে দেব না।"

পার্ব্বতীবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, "সেতো বেশ ভাল কথা—এর জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন! দেখছ বেহাই মশায়ের বিপদ। তোমার টাকার জন্তেতো আর লগ্নটা বসে থাকবে না হে। সেটা যে যায়।"

হারাধন পার্ব্বতীবাবুর মুখের সম্মুখে হাতখানা পাঁচ সাতবার নাড়িয়া বলিল, "কিসের লগ্ন মশাই,—লগ্ন থাক্‌লো আর গেল তাতে আমার কি? আমার টাকা চাই, বাস্‌—এই পর্য্যন্ত।"

পার্ব্বতীবাবু বলিলেন, "বেশ ভালো কথা, টাকা না হয় আমিই দিচ্ছি, তা হলেই ত হলো?

হারাধন পার্ব্বতীবাবুর কথার অর্থ ভালো বুঝিতে পারিল না, বিস্মিতের ন্যায় তাঁহার

মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—তাহার অস্পষ্ট কণ্ঠ হইতে কেবলমাত্র বাহির হইল,—"কি বল্‌ছেন,—আমি টাকা দিচ্ছি—সে কি ?"

পার্ব্বতীবাবু তখন তাঁহার পকেট হইতে মনিব্যাগটা বাহির করিয়াছিলেন, তিনি তাহার ভিতর হইতে চারিখানি একশত টাকার নম্বরী নোট বাহির করিয়া হারাধনের হস্তে দিয়া বলিলেন, "ব্যাস্‌! আর তো কোন কথা নেই। চলুন বেহাই মশাই,—এদিকে যে লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যায়!"

হারাধন আর স্থির থাকিতে পারিল না, সে মুখখানা একেবারে বিশ্রী করিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি টাকা দেবার কে ?"

নিতাই সেনও একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন,—দেখিয়া শুনিয়া শেষ এক পিশাচের গৃহে কন্যা দিতেছেন ভাবিয়া এতক্ষণ যে ধিক্কারে তাঁহার প্রাণটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল, পার্ব্বতীবাবুর কথায় এবং কার্য্যে একটা তীব্র অনু-

শোচনায় তাহার সমস্ত হৃদপিণ্ডটা যেন দুলিতে লাগিল! রুদ্ধ ঘনীভূত অশ্রু আনন্দে টস্ টস্ করিয়া গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

"টাকা যে হয় একজন দিলেই হবে," বলিয়া পার্ব্বতীবাবু হারাধনকে আর কোন কথা বলিবার অবসর পর্য্যন্ত না দিয়ে বৈবাহিকের হস্ত ধরিয়া একেবারে টানিয়া লইয়া সম্প্রদান স্থানে চলিয়া গেলেন। হারাধনের সমস্ত দেহটা একেবারে পাষাণ হইয়া গিয়াছিল,—সে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহ হইয়া গেল;—চির পরিচিত দুইটী হৃদয় কল্পস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আসিয়া মিলিত হইল। আঁধার সরিয়া গেল, জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিল। সানায়ে মিলন রাগিণী বাজিতে লাগিল। মঙ্গল শঙ্খ ও হুলুধ্বনির ভিতর দিয়া বর ক'নে বাসরে চলিয়া গেল। আবার চারিদিকে আনন্দের রোল ফুটিয়া উঠিল।

পার্ব্বতীবাবু পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে ফিরিবার জন্য বাহির হইতেছিলেন, সম্মুখেই হারাধন। তিনি হারাধনকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "চল হারু এইবারে বাড়ী যাওয়া যাক। ননীর যা বৌ হয়েছে—খাসা। তুমি না থাকলে কি আর এমন তর হয়। আমরা বুড়োসুড়ো মানুষ, আমাদের কি আর ছাই পছন্দ টছন্দ আছে—না খাসা বৌ হয়েছে।"

রাগে হারাধনের তখনও সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া

যাইতেছিল, অপমানে, অভিমানে, তাহার আর কথা পর্য্যন্ত কহিতে ইচ্ছা ছিল না; সে কেবলমাত্র বলিল, "চলুন!"

পার্ব্বতীবাবুও আর কোন কথা কহিলেন না, তিনি অগ্রসর হইলে, হারাধন অবনত মস্তকে তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। বাহিরে পার্ব্বতী-বাবুর ঘরের গাড়ী তাঁহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া-ছিল;—তাঁহারা গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় নিতাই সেন মহা ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন,—অতি বিনীত স্বরে হাত জোড় করিয়া বলিলেন. "হারাধনবাবু, আপনি না খেয়ে চলে যাচ্ছেন—সেকি! আজকের দিনে তা কিছুতেই হতে পারে না। আমি আপনার জায়গা করে রেখে এসেছি। আপনাকে না খাইয়ে আমারা কিছুতেই ছাড়তে পারি না। যা হয় একটু কিছু মুখে দেবেন আসুন!"

নিতাই সেনের কথায় অতি বিস্মিতভাবে পার্ব্বতী-বাবু হারাধনের মুখের দিকে চাহিলেন, বেশ একটু

বিস্মিতের ন্যায় বলিলেন, "সেকি হারু, তোমার এখনও খাওয়া হয়নি? আরে যাও যাও শীগ্‌গির খেয়ে এস।"

হারাধন একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না মশাই আমি আর খাব না;—আমার একেবারেই খাবার ইচ্ছে নেই।"

পার্ব্বতীবাবু বলিলেন, "খাবার ইচ্ছে নেই, সেকি হে! কোন অসুক বিসুখ করেনিতো।"

যেন একটা কিসের দারুণ অভিমানে হারাধনের চক্ষে জল আসিতেছিল, সে কোনও মতে সামলাইয়া লইয়া কেবলমাত্র বলিল, "আজ্ঞে না!"

পার্ব্বতীবাবু একবার সত্যই যেন একটু বেশ রীতিমত বিচলিত হইয়া পড়িলেন, ব্যস্তভাবে বলিলেন, "তবে?"

কিন্তু তবে যে কি তাহা হারাধনের বলা অসম্ভব। কোন ব্যক্তিকে গুরুতর প্রহারের পর, কাঁদিতেছ কেন জিজ্ঞাসা করাটা যেমন বিদ্রূপের মত তাহার সমস্ত বেদনাটাকে আবার নূতন করিয়া

লাগাইয়া তুলে, পার্ব্বতীবাবুর এই কথাটাও ঠিক সেইভাবে যাইয়া হারাধনের হৃদ্‌পিণ্ডে আঘাত করিল। দুঃখে তার মুখ চোখ লাল হইয়া গেল, সে নীরবে মস্তক হেঁট করিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না। তাহার হইয়া উত্তর দিলেন নিতাই বাবু, "বেহাই মশাই, হারাধনবাবু বোধ হয় আমাদের উপর রাগ করেছেন।"

তাহার পর তিনি হারাধনের দিকে ফিরিয়া জোড় হস্তে বলিলেন, "হারাধনবাবু, আপনারা দয়া করে আমাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করেছেন। আমার উপর রাগ করা কি আপনার সাজে? আজ যদি আপনি না খেয়ে চলে যান, দেখুন চিরদিনের মত আমাদের একটা দুঃখ থেকে যাবে?"

পার্ব্বতীবাবু কথার মাঝখানেই নিতাই সেনকে বাধা দিলেন, তিনি তাঁহাকে আর কথাটা শেষ পর্য্যন্ত করিতে না দিয়াই মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বেহাইমশাই, সে কথা মনেও করবেন না। আপনারা হারুকে চেনেন না; হারু আমাদের একেবারেই

সে রকম নয়। রাগ বলে একটা জিনিষ ওর শরীরে একেবারেই নেই। যাও—হারু আমি দাঁড়িয়ে রইলুম তুমি চট করে খেয়ে এস।"

মাথাটা একটু তুলিয়া বক্রিমভাবে পার্ব্বতীবাবুর মুখের দিকে একবার মাত্র তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ক্রোধ বিজড়িত স্বরে হারাধন বিরক্তভাবে উত্তর দিল, "না মশাই, আমি খাব না।"

হারাধনের বিরক্তপূর্ণ স্বরে মহা দুঃখিত হইয়া নিতাই সেন আবার কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু পার্ব্বতীবাবু মৃদু হাসিয়া তাহার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিলেন, "বেহাই মশাই, কদিন দিনরাত খেটে খেটে বেচারী একেবারে তিতি-বিরক্ত হয়ে পড়েছে। আপনি যা হয় কিছু মিষ্টি, হারুর জন্যে এইখানেই আনবার বন্দোবস্ত করুন।"

পার্ব্বতীবাবুর বক্তব্য শেষ হইবামাত্র হারাধনের জন্য মিষ্টান্ন আনিতে নিতাই সেন গমনোদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু হারাধন তাঁহাকে বাধা দিয়া বেশ একটু চড়া পর্দ্দায় বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "যথেষ্ট

হয়েছে মশাই, আর মিষ্টি আন্‌বার প্রয়োজন নেই,—আমি জলস্পর্শও করবো না।"

পার্ব্বতীবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, "যা বলেছ ও জলস্পর্শ না করাই ভাল। শেষরাত্রে একটু কিছু খেলেই একটা অসুখ বিসুখ হওয়ার সম্ভাবনা। এ সময় লোককে জেদ করে খাওয়ান কিছু নয়,—বুঝলেন বেহাই মশাই। এখনতো ঘরের কথা হ'লো, আর একদিন এসে খেলেই পারবে। এস হারু।"

সহিস গাড়ীর দরজা খুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, পার্ব্বতীবাবু হারাধনকে লইয়া গাড়ীতে যাইয়া উঠিলেন, নিতাই সেন গাড়ীর দরজার সম্মুখে আসিয়া আবার অতি করুণস্বরে বলিলেন, "একটা মিষ্টি খেলে তাতে আর এমন কি অসুখ হবে?"

হারাধনের আর সহ্য হইল না, তুবড়ী বাজীতে আগুন লাগার মত কতকগুলো কথা একেবারে এক সঙ্গে ফর ফর করিয়া তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল, "অসুখ যে কিছু হবে না তা বিলক্ষণ

জানা আছে,— আপনার কাছে সে পরামর্শ চাচ্ছি না। আপনি আজ যে অপমানটা কল্লেন, তার পরে আপনার বাড়ীতে আমি আবার মিষ্টি মুখ করব!”—

পার্ব্বতীবাবু গম্ভীরভাবে কোচম্যানকে বলিলেন, “হাঁকাও।”

কোচম্যান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল,—কাজেই হারাধনের সমস্ত কথাটা আর নিতাই সেনের কর্ণে প্রবেশ করিল না,—তাহার কতকটা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল আর কতকটা গাড়ীর গম্ গম্ শব্দের সহিত মিশিয়া গেল।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যারাণীর ধূসর-আননের মলিন হাসি মিলাইতে না মিলাইতেই শুক্লনবমীর সুবিমল চাঁদের শুভ্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। বিধাতার আশীষে মহিমান্বিত হইয়া অজানিত ভাবের অপূর্ব্ব তরঙ্গ হৃদয়ে লইয়া, সেই চাঁদের হাসি ও মধু-মাসের মধু-মলয় অঙ্গে মাখিয়া নব-দম্পতি গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। শঙ্খ, হুলুধ্বনি, আনন্দ-কোলাহলের ভিতর দিয়া বরের বাড়ীখানি যেন আবার জাগিয়া উঠিল। বাহিরে সানাই একেবারে সপ্তমে গাহিতে লাগিল,—"লক্ষ্মীঠাকরুণ এলেন ঘরে, এয়োরা নাওনা তুলে গো। ওগো নাওনা তুলে গো ;—"

পার্ব্বতীবাবুর গৃহিণী রাজলক্ষ্মী পুত্র ও পুত্র বধূকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিলেন। বধূর অপূর্ব্ব রূপে গৃহখানি যেন হাসিতে লাগিল। পাড়ার পদ্ম-পিসি বধূর মুখখানি তুলিয়া এক গাল হাসিয়া বলিল,

"নলির মার বরাত ভাল,—বৌটি যা হয়েছে, খাসা। রংও যেমন, মুখখানিও তেমনি নিঁখুত, যেন লক্ষ্মী পিরতীমে।"

হারাধন ভগ্নীর নিকট উপস্থিত হইয়াই নিতাই সেনের আচরণটা একেবারে খাঁটি দীপক-রাগে আলাপ করিয়াছিল, কাজেই রাজলক্ষ্মী প্রত্যুষ হইতেই ভিতরে ভিতরে জ্বলিতেছিলেন, এক্ষণে পদ্মপিসির কথায় সেই ভিতরের আগুনটায় যেন বাতাস পাইল,—তিনি একেবারে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, নথটা বার দুই দুলাইয়া বলিলেন, "পোড়া কপাল বরাতের। দেখে শুনে শেষ কিনা একটা ছোট লোকের ঘর থেকে মেয়ে আন্‌তে হ'লো। পদ্মপিসি, বোয়ের বাপের আচরণের কথাটা ত শোননি,—আমাদের সাড়ে তিনশোটি টাকা ফাঁকি দিয়েছেন। বাপের মেয়েত,—সে আর কত ভাল হবে। তোমরা দেখে নিও, এ বৌ নিয়ে ঘর করা আমার সাতপুরুষের ক্ষমতা হবে না।"

রাজলক্ষ্মীর বয়স চল্লিশের নিকটবর্ত্তী হইলেও

দেহের বাঁধুনী বেশ নিটোল,—তখন পর্য্যন্ত তাহাতে টোলটি পর্য্যন্ত খায় নাই। তাঁহার বর্ণ গৌর,—মুখ খানি বেশ সুশ্রী। লাল রংএর বেনারসী সাড়ী পরিয়া তিনি যখন নাকে নথ দুলাইয়া দিতেন, তখন তাঁহাকে সত্যই দুর্গা প্রতিমার মত দেখিতে হইত,—তাঁহার রূপের জৌলস্ যেন আরও ফুটিয়া পড়িত। তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহাকে বিবাহ করিবার দরুণই নাকি পার্ব্বতী মিত্তিরের লক্ষ্মীশ্রী হইয়াছে,—কেবল তাঁহারই পয়ে ভাগ্যলক্ষ্মী পার্ব্বতীবাবুর প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। এ বিশ্বাসটা তাঁহার হৃদয়ে এমনই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, তিনি তাহা যখন তখন যাহার তাহার নিকট স্পষ্ট বলিতেও ছাড়িতেন না। সেইজন্যই তাঁহার দাপটটা কিছু অতিরিক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহাকে নীরব হইতে দেখিয়া একটি অর্দ্ধপক্ক গৃহিণী,—একটু সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা তাই নাকি! সঙ্গে বুঝি একটা হোমরা চোমরা বেশ একটু রাসভারী লোক ছিল না,—বর তুলে আনতে পারলে

না। আমাদের কর্ত্তা,—তাঁর এক বন্ধুর ছেলের বিয়েতে, সামান্য একটু কথার গোলমাল হওয়ায় ছাতনাতলা থেকে বর হেঁচ্‌ড়ে টেনে এনেছিলেন। বিয়ের ব্যাপার, এ কি আর ছেলে ছোক্‌রার কাজ,—এ সব কাজে একজন রাসভারী মুরুব্বী লোকের দরকার।”

অর্দ্ধপক্ক গৃহিণীর কথায় রাজলক্ষ্মীর মুখের ভাবটা কতকটা যেন মহিষমর্দ্দিনীর মত হইয়া দাঁড়াইল;—হারাধন দরজার নিকট দাঁড়াইয়াছিল,—তিনি তাঁহার দিকে চাহিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, “হারুটা যে একেবারে মেনিমুখো,—মেয়ে মানুষেরও অধম, এক কাণা কড়িরও মুরোদ নেই।”

হারাধন মাথাটা নাড়িয়া, বেশ একটু তীব্রভাবে বলিল, “আমি ত বর তুলেছিলেম দিদি,—কেবল মিত্তির মশাইতো যত গোল বাধালেন। নয়তো বুঝতে, মুরোদ আছে কিনা! দিদি তুমি মেয়ে আটকাও, দেখি টাকা আদায় হয় কিনা। বাপ্‌ বাপ্‌ করে টাকা দিতে পথ পাবে না।”

সেই অর্দ্ধপক্ক গৃহিণীটি হারাধন থামিবা মাত্র আবার রসান দিলেন, "তা সত্যি বলতে কি বড় গিন্নি, বোয়ের গায়ের গয়না গুলো দেখে আমার যেন কেমন সন্দ হচ্ছে। গয়না গুলো যে ম্যাড় ম্যাড় কচ্ছে, পেতল নয়তো! আর যদিই বা সোণা হয় সে একেবারে মরা সোণা, গিনি তো হতেই পারে না। আমাদের এ পাকা চোখে কি আর ভেজাল চলে,—দেখে দেখে আমাদের যে হাড় কালি হয়ে গেছে। একটা সেক্‌রা নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এসব জিনিষ কি আবার কেউ যাচাই না করে নেয়।"

পদ্মপিসি যেন একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল, সে মৃদু স্বরে বলিল, "কালির মার যেমন কথা,—তাও নাকি আবার হয়। সেক্‌রা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে গয়না আবার বুঝি কেউ যাচাই করে নেয়? তাত কথনো শুনিনি বাছা। বৌটি যথন ভালো হয়েছে তথন যা দিয়েছে তাই ঢের। নলির মার অভাব কি, সে নিজেই সোণা দিয়ে বৌকে মুড়ে রাথতে পারবে।"

পদ্মপিসির কথার মাঝখানেই বাধা দিয়া রাজলক্ষ্মী বলিলেন. "তুমি থাম বাছা, মরার উপর আর খাঁড়ার ঘা দিও না।"

তারপর হারাধনের দিকে ফিরিয়া দন্তে দন্ত ঘসিয়া বিকৃত স্বরে বলিলেন, "যা যা কম হবে, আমি এই হারুর কাছ থেকে আদায় কর্ব্বো, তা কিন্তু বলে দিচ্ছি।"

হারাধন তাহার মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "কোন ভয় নেই দিদি, তুমি মেয়ে আটকাও,—মেয়ে আটকাও——"

হারাধন আরও কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু পর্ব্বতীবাবুকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে ঢোক গিলিল। পার্ব্বতীবাবু পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিতে উপরে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া রাজলক্ষ্মীর ক্রোধানল যেন একেবারে দাবানলের মত জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার ঘাড়টা রাজহংসীর ন্যায় ঈষৎ বাঁকাইয়া, পার্ব্বতীবাবুর দিকে তীব্র কটাক্ষে

চাহিয়া নথ নাড়িয়া বলিলেন, "বলি হ্যাঁগা, তোমার কি একেবারে ভীমরতী ধরেছে! মোড়লী না করে বুঝি আর থাকতে পারনা ;—তোমায় কে সর্দ্দারী কর্ত্তে বলেছিলো বলতো! তোমার জন্যে শেষ কি আমি মাথা মুণ্ডু খুড়ে মরবো!"

গৃহে প্রবেশ করিবামাত্রই পত্নীর মধুর সম্ভাষণে পার্ব্বতীবাবু একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন, গম্ভীরভাবে বলিলেন—"কেন, কি—হলো কি? শুধু শুধু মাথা মুণ্ডু খুড়ে মর্ত্তে যাবে কেন?"

রাজলক্ষ্মী ফোঁস করিয়া উঠিলেন, "মর্ত্তে যাব কেন? তোমার জ্বালায়। হারু বর তুলে আনছিলো তুমি কি কর্ত্তে সেখানে মোড়লী কর্ত্তে গেলে বলতো! যাবার সময় আমি যে দুহাজার বার পই পই করে বলে দিলুম যে, খবরদার তুমি কোন কথা কওনা, সেটা বুঝি আর মোটে কাণেই যায়নি।"

পার্ব্বতীবাবু মস্তক চুলকাইতে চুলকাইতে বেশ যেন একটু কিন্তুর স্বরে ধীরভাবে উত্তর দিলেন, "তোমার হারু যে চীৎকার আরম্ভ করে দিলে,—

আমার কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল। তারা টাকা দেবে, না আমাদের টাকা দিতে হবে তা ছাই ভালো কিছু বুঝতেই পারলুম না।"

রাজলক্ষ্মী তর্জ্জনীটা নাড়িয়া বলিলেন, "আমি কিছুতেই বৌ পাঠাব না,—হাজার এসে পায়ে ধরলেও না, টাকাও আর নিচ্চিনি,—তুমি যদি তাতে সাউখুড়ী কর্ত্তে এস, আমি দিব্বি করে বল্‌ছি, নিশ্চয় গলায় দড়ী দিয়ে মরবো, তা' কিন্তু দেখে নিও।"

পার্ব্বতীবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "পাগল! আর টাকা নিতে আছে? কেন? কি দুঃখে গলায় দড়ি দেবে! তোমার কথার উপর কথা কইব, এও কি একটা কথা।"

পার্ব্বতীবাবু বোধ হয় তথায় আর অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না,—তিনি যে কার্য্যে আসিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার সারা হইল না, তিনি তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কাল আপন স্রোতে আপনি বহিয়া চলিয়াছে; তাহার ভিতর দিয়া কত নূতন জিনিষ জাগিয়া উঠিতেছে, আবার কত পুরাতন কীর্ত্তি চিরদিনের মত ধরার অঙ্গ হইতে মুছিয়া যাইতেছে। সুখ দুঃখ আনন্দ অশ্রু কিছুতেই তাহার লক্ষ্য নাই,—তাহার কার্য্যই যেন বহিয়া যাওয়া, সে শুধু বহিয়াই চলিয়াছে। সুকুমারীর বিবাহের পরও দুই মাস কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই ধূলাপায়ে লগ্ন করিয়া আসিবার পর আর সুকুমারীর পিত্রালয়ে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। কাকুতি মিনতি,—অশ্রু বিজড়িত শত দরবার; সকলেই বৃথা হইয়া গিয়াছে,—রাজলক্ষ্মী অচল অটল। তিনি সেই যে পণ করিয়াছেন, পুত্রবধূকে কিছুতেই পিত্রালয়ে পাঠাইবেন না; ভীষ্মের মত সে পণ তাঁহার কিছুতেই ভঙ্গ হয় নাই,—কেন না তিনি পুত্রের মাতা। ভদ্র ও অভদ্র

তাঁহার সমস্ত আব্দারই কন্যার পিতামাতাকে নীরবে সহ্য করিতে হইবে; কথাটি পর্য্যন্ত কহিবার উপায় নাই; বড়জোর তাহারা একটু অশ্রু ফেলিতে পারে,—কারণ তাঁহার গৃহে কন্যার জন্ম হইয়াছে। এত বড় ভয়ঙ্কর অপরাধের—এত অতি লঘু সাজা।

এই দুই মাসের ভিতর বোধ হয় সুকুমারীর এমন কেহ আত্মীয় নাই, যিনি অন্ততঃ এক-বার না আসিয়া একটি দিনের জন্যও সুকুমারীকে পাঠাইতে অনুরোধ করেন নাই, কিন্তু রাজলক্ষ্মী তাঁহার জেদটাকে এমনি শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন যে, শেষ সকলকেই লাঞ্ছিত, অপমানিত, হতাদরিত হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। সুকুমারী শ্বশুরালয়ে আসিবার পরদিনই যিনি সেই বাকি সাড়ে তিন শত টাকা দিতে আসিয়া-ছিলেন, তাহাকে একটীর বেশী দুইটি কথা কহিতে হয় নাই। পর্দ্দার আড়াল হইতে রাজলক্ষ্মী তাহাকে গোটা কতক এমনি মধুর কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন, যে তিনি টাকা লইয়া বিদায় হইতে

পথ পান নাই। সকলেই আসিয়াছিলেন; কিন্তু কেবল আসেন নাই নিতাই সেন। তিনিও রাজলক্ষ্মীর মত পণ করিয়া বসিয়াছিলেন,যে কন্যাকে পাঠাই-বার জন্য কোন ক্রমেই বৈবাহিক বা তাঁহার পত্নীকে অনুরোধ করিবেন না। যখনই কন্যার জন্য তাঁহার প্রাণটা বড় চঞ্চল হইয়া উঠিত তখনই তিনি এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেন, "শ্বশুরঘর করিবে বলিয়াই যখন কন্যার বিবাহ দেওয়া, তখন কন্যাকে যদি না পাঠায় তাহাতে আবার দুঃখ করিবার কি আছে।"

কিন্তু কন্যার পিতার এইরূপ বিশ্রী পণ সাজিবে কেন! মুখে যাহাই বলুন,—যাহাকে যে ভাবেই সান্ত্বনা দিন, কন্যার জন্য যে নিতাই সেনের প্রাণের ভিতরটা যে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতে ছিল, তাহাতে ঐ মুখের হাসি আর সান্ত্বনার অন্ত-রালে লুকান থাকিতেছিল না। তাঁহারই জন্য কন্যাকে শত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইতেছে, আবাল্য পরিচিতের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একেবারে মহা-অপরিচিতের

মধ্যে পড়িয়া ক্ষুদ্র বালিকা না জানি কত কষ্টই পাইতেছে; তাঁহারই একটু ভুলের জন্য শ্বশুরবাড়ীতে তাহাকে কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহিতে হইতেছে;—এই সকল চিন্তা প্রতিদিন নূতন নূতন মূর্ত্তিতে প্রাণের ভিতর উঁকিঝুঁকি মারিয়া ক্রমেই তাঁহার ধৈর্য্যশক্তিকে শিথিল করিয়া দিতেছিল। তাহার উপর পত্নীর অশ্রুজল, সেই কন্যা বিদায়ের পর হইতে আর এক-দিনের জন্যও বিশুষ্ক হয় নাই,—দিন রাত্রিই চক্ষের উপরে ঝর ঝর করিয়া ঝরিতেছে। এ অবস্থায় মানুষ আর কতদিন স্থির থাকিতে পারে,—যতই কঠিণ পণ হউক না কেন, কতদিন আর তাহা বজায় থাকে? এতদিন ধরিয়া প্রাণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া নিতাই সেন যে পণ বজায় রাখিয়া আসিয়াছিলেন, আজ তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। শত লাঞ্ছনা, অপমান মস্তক পাতিয়া লইবেন স্থির করিয়াই তিনি এক দিন অপরাহ্নে কন্যার শ্বশুরালয়ে রওনা হইলেন।

এ রাস্তা সে রাস্তা নানারাস্তা ঘুরিয়া,—আশা

ও নিরাশার দোলায় দুলিতে দুলিতে যখন তিনি কন্যার শ্বশুরালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন তখনও সন্ধ্যা হইবার অনেক বিলম্ব। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সূর্য্য তখন লালে লাল হইয়া একেবারে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। নিতাই সেন যখন পার্ব্বতীবাবুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন, তখন হারাধন একাই বৈঠকখানা জাঁকাইয়া বসিয়াছিল,—নিতাইবাবুকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে একেবারে এক গাল হাসিয়া নিতাইবাবুকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিয়া উঠিল, "আসুন আসুন,—বেহাইমশাই আসুন। তবু ভাল, আমাদের মত গরীবের বাড়ীতে আপনার পায়ের ধুলো পড়লো।"

নিতাইবাবু কন্যার জন্য যদি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া না থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেন যে হারাধনের এই কথা কয়টার মধ্যেও বেশ একটু বিদ্রূপের বিষ মিশ্রিত রহিয়াছে; কিন্তু তিনি তাহা বুঝিয়াও বুঝিলেন না,—ফরাসের এক পার্শ্বে বসিতে বসিতে বলিলেন, "বেহাইমশাই বুঝি এখনও কাছারি থেকে ফেরেন নি?

নিতাই সেনের এই কথাটা হারাধনের নিকট যেন মহা অবজ্ঞাসূচক বলিয়া বোধ হইল। তাহার মনে হইল নিতাই সেন যেন বলিতে চায়—সে একটা কিছুই নয়; আর বেহাইমশাই সব। সে তাঁহাকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়াই বুঝিয়াছিল যে তিনি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন। সে মনে মনে বলিল, "এখানে আর বেহাইমশায়ের চালাকিটি চল্‌ছে না ও যতই খোঁজ কর।" প্রকাশ্যে বলিল, "আজ্ঞে না,—তিনি একটা বড় মামলায় আজকে ঢাকায় গেছেন, ফিরতে সপ্তাহখানেক দেরী হবে।"

তারপর বেশ একটু মৃদু হাসিয়া আরম্ভ করিল, "তবে কিছু মনে কর্‌বেন না,—আপনাকে আগেই বলা ভালো যে, এখানে আপনার বেহাইমশায়ের বিশেষ একটা কিছু গুরুত্ব নেই। এখানে আমার ভগ্নীর মতেই সব কাজ কর্ম্ম হয়ে থাকে। আমার ভগ্নীর কথার উপর কথা কইবার ক্ষমতা আমার ভগ্নীপোতেরও নেই।"

কথাটা শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে একটা যেন মহা

গর্ব্বে হারাধনের দুইপাটী দন্তই বিকশিত হইয়া পড়িল। সে মাথাটা বার দুই নাড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে কে আছিস্ বাড়ীর ভেতর খবর দে, যে বেহাইমশাই এসেছেন, আর একজনকে তামাক আর পান দিয়ে যেতে বল।"

যাহার ভরসায় নিতাই সেন আসিয়াছিলেন, তিনি নাই, তাহার উপর হারাধনের কথাবার্ত্তা শুনিয়া নিতাইবাবু একেবারেই মুষড়াইয়া গেলেন। নূতন কুটুম্ব বাড়ী পদার্পণ করিয়া প্রথম সূচনায়ই বুঝিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প, যে হারাধনকে লইয়া এত কাণ্ড তাহারই কাছে কাকুতি-মিনতি করিয়া ফল পাওয়া দুরাশা মাত্র; কিন্তু তবুও যখন আসিয়াছেন তখন শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়াই কেমন করিয়া যান। যাহা হয় একটা হেস্তনেস্ত করিবার জন্য তিনি এমনই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন, যে অতি মৃদুস্বরে একেবারেই বলিয়া বসিলেন, "তা হ'লে একবার একটু অনুগ্রহ করে বেহান-ঠাকুরুণকে যদি বলেন, সুকুমারীর মা বড় ব্যস্ত হয়েছে.

আর সুকুমারীও নেহাত ছেলেমানুষ,—অনেক দিন হ'য়ে গেল; যদি অনুগ্রহ করে দু' এক দিনের জন্যও আমাদের ওখানে তাকে একবার পাঠাবার অনুমতি দেন—"

হারাধন তাহার গোঁপ জোড়াটা বেশ একটু চান্‌কাইয়া লইয়া রীতিমত গম্ভীর হইয়া বলিল, "আপনি বল্‌তে বলেন, আমার বল্‌তে আপত্তি নেই। তবে আপনাকে সব কথাই খুলে বলাই ভালো, আমরা ঠিক করেছি বৌমাকে আপনাদের বাড়ীতে একবারেই পাঠান হবে না, এর মধ্যে বেশীদিন কমদিন নেই। আপনার আচরণের কথাটা তো আর আমরা ভুল্‌তে পারিনি?"

একেবারে সাফ স্পষ্ট কথা! ইহার উপর নিতাই সেনের কথা কওয়াই উচিত ছিল না,—কিন্তু না কহিয়াই বা করেন কি? তিনি যে কন্যার পিতা,—আপনার লাঞ্ছনা সহ্য করিবার জন্যইতো তাঁহার জন্ম। তাই তিনি অশ্রু-বিজড়িত কণ্ঠে অতি করুণ স্বরে আবার বলিলেন, "আমিতো টাকাটা পরদিনই

পাঠিয়ে দিয়েছিলেম, আপনারা নেন্‌নি তাতে আমার কি অপরাধ বলুন? আপনাদের বৌ আপনারা যদি না পাঠান, তা হ'লে আমরা আর কি কর্ত্তে পারি। তবে যদি একটু অনুগ্রহ করেন, তাহ'লে—"

হারাধনের দেহটা দুলিতে লাগিল,—সে কেবল মাত্র বলিলেন, "হুঁ।"

নিতাইবাবু আর কি বলিবেন, তাঁহার আর কিছুই বলিবার নাই। তাঁহার পক্ষে আর তথায় অপেক্ষা করাও যেন অপমানজনক বলিয়া বোধ হইতেছিল। কন্যার সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিতে ও আর তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তিনি কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া অতি ধীর-স্বরে পুনরায় বলিলেন, "তা হ'লে আজকে এখন উঠি,—বেহাইমশাইকে বলবেন আমি এসেছিলাম।"

নিতাইবাবু উঠিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হারাধন তাঁহাকে বাধাদিল, তাড়াতাড়ি বলিবেন, "সে কি কথা! আপনার মেয়ের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করে যাবেন না? তা কি হয়?"

নিতাইবাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু হারাধন মৃদু হাসিয়া আবার বলিল, "আপনি আমাদের সঙ্গে যেমনই ব্যবহার করুন, আপনার মেয়ের জন্যে ভাববেন না, সে বেশ সুখেই আছে। আমরা তেমন ছোট লোক নই যে ঘরের বৌকে কষ্ট দেব?"

সেই সময়ে ভৃত্য কলিকায় ফু দিতে দিতে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। হারাধন তাহার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে, বাড়ীর ভেতর খবর দিয়েছিস্?"

ভৃত্য গুড়গুড়ির উপর কলিকাটা বসাইতে বসাইতে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ; মাঠাক্রুণ বল্লেন, বাবুকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে আসতে বল।"

ভৃত্য নীরব হইবামাত্র হারাধন বলিল "তা হ'লে চলুন নিতাইবাবু, একবার মেয়ের সঙ্গে দেখা করে আসবেন চলুন।"

হারাধন উঠিয়া দাড়াইল। কন্যার সহিত সাক্ষাতের লোভন পিতার দমন করা অসম্ভব। কাজেই নিতাই

সেনকেও উঠিতে হইল। তিনি নীরবে হারাধনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন সন্ধ্যার ছায়া ধরণীর বক্ষে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই আলো আঁধারের অস্পষ্ট ছায়ায় নিতাই সেনের অন্তরের ভিতরটাও যেন গাঢ় পুঞ্জীভূত অন্ধকার হইয়া উঠিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হারাধনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিতাইবাবু উপরের একটি সুসজ্জিত গৃহের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহখানি নানাবিধ সৌখিন আসবাবে পরিপূর্ণ। পালঙ্ক, গদি হইতে গৃহের অতি ক্ষুদ্র বস্তুটি পর্য্যন্ত সমস্তই নূতন। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলে কাহারও আর বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, গৃহের অধিকারী সবেমাত্র নূতন সংসার পাতিয়া বসিয়াছে। সংসার-পথ তাহাদের এই নিষ্কলঙ্ক যাত্রায় এখনও কালির দাগটি পর্য্যন্ত লাগে নাই। ঘরখানি একেবারে চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করিতেছে। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া হারাধন একখানা গদি আটা চেয়ারের দিকে অঙ্গুলী দেখাইয়া বলিল, "বসুন নিতাইবাবু, আমি দিদিকে সংবাদ দিই যে আপনি ভেতরে এসেছেন।"

নিতাইবাবু সেই চেয়ারখানা একটু সম্মুখের

দিকে টানিয়া আনিয়া তাহাতে বসিতে বসিতে বলিলেন, "এইটাই বুঝি নলিনীর শোবার ঘর?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা আমাদের নিজের বৌয়ের যত্ন জানি, তা এই ঘরখানা দেখেই বোধ হয় বেশ বুঝতে পারছেন," বলিয়া বেশ একটু মৃদু হাসিয়া হারাধন গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

নিতাই সেনের প্রাণটাও অমনি সঙ্গে সঙ্গে কাঁপিয়া উঠিল। হারাধনের কথার ভঙ্গিমাগুলাই তাঁহার নিকট একেবারে মর্ম্মান্তিক ঠেকিতেছিল, বেহান ঠাকুরাণী নিশ্চয়ই ইহার উপরে যাইবেন। তাঁহার মিষ্টি মুখের মধুর বাণীর পরিচয় তিনি অনেকের মুখেই পাইয়াছিলেন। হারাধনের নিকট সংবাদ পাইবা-মাত্রই যে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইবার তাঁহার পালা, এখনি আবার কতকগুলা রূঢ় ও কর্কশ কথা শুনিতে হইবে। নিতাই সেন মনে মনে ভাবিলেন, কন্যার পিতার অদৃষ্ট লইয়া যখন সংসারে আসিয়াছেন তখন সমস্তই নীরবে সহ্য করা ব্যতীত উপায় কি? তিনি প্রাণটাকে শক্ত করিয়া

ফেলিলেন, এবং কন্যার জন্য সমস্তই নীরবে সহ্য করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। মনে মনে স্থির করিলেন অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক তিনি একবার বেয়ানঠাকুরাণীকেও অনুরোধ করিতে ছাড়িবেন না। মজ্জমান ব্যক্তি যেমন সামান্য তৃণ আশ্রয় করিয়াও বাঁচবার আশা করে —নিতাই সেনের অবস্থাও সেই রকম দাঁড়াইয়াছিল। নির্জ্জীব প্রাণটাকে একটু সজীব করিবার জন্য তিনি গৃহের প্রাচীর সংলগ্ন অতি সুন্দর ফ্রেম সংযুক্ত দেব-দেবীর চিত্রগুলির দিকে মনটাকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বৈবাহিক মহাশয়ের আগমন সংবাদ পাইবামাত্রই রাজলক্ষ্মী প্রস্তুত হইয়াছিলেন। বৈবাহিককে গোটা-কতক মিষ্ট কথা শুনাইবার জন্য তাঁহার বহুদিন হইতে একটা প্রবল ইচ্ছা ভিতরে ভিতরে তাল পাকাইতেছিল, কিন্তু এতদিন নিতাই সেন না আসায় তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। অনেক দিন পর্য্যন্ত উদরের ভিতর সে গুলা গুলাইয়া গুলাইয়া আষ্টে-পৃষ্ঠে বিষ মাখিয়া একেবারে কাল হইয়া উঠিয়াছিল।

নিতাই সেনের ভিতরে আগমন অপেক্ষায় তিনি একেবারে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময় হারাধন একগাল হাসি লইয়া ভগ্নীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজলক্ষ্মী ঘাড় তুলিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন, "কই বেহাই মশাইকে ভেতরে নিয়ে এলি ?"

হারাধন তাহার দেহটাকে সম্মুখে ও পশ্চাতে বার দুই দুলাইয়া বলিল,—"হাঁ,—তাঁকে নলির ঘরে বসিয়ে এলুম। তিনি একবার বৌমাকে নিয়ে যেতে চান।"

রাজলক্ষ্মী হারাধনকে বাধা দিয়া ক্রোধে মুখখানা একেবারে লাল করিয়া বলিলেন, "কেন তুই বলিস্‌নি,—যে বৌমাকে ওদের বাড়ী আর পাঠান হবে না ? এ কথাতো দুশোবার বলা হয়েছে।"

হারাধন গম্ভীরভাবে মাথাটা দুলাইয়া বলিল "আমিওতো সে কথা দুশোবার বলেছি। তবু একবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।"

"আচ্ছা আমি যাচ্ছি চ" বলিয়া রাজলক্ষ্মী উঠিলেন, তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া হারাধন অগ্রসর

হইল। রাজলক্ষ্মী পুত্রের গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পরদার আড়ালে যাইয়া দাঁড়াইলেন। হারাধন গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিতাই সেনের দিকে একটুখানি অগ্রসর হইয়া বলিল, "নিতাই বাবু, দিদি এসেছেন আপনার যদি কিছু বল্‌বার থাকে বল্‌তে পারেন। তিনি ওই দরজার সম্মুখে পর্দ্দার আড়ালে দাড়িয়ে আছেন।"

একাকা বসিয়া নিতাই সেনের চিন্তাটা কিছু গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। হারাধনের স্বরে তিনি একটু শিহরিয়া উঠিলেন। সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া হারাধন গলার স্বর এক পর্দ্দা তুলিয়া দরজার দিকে মুখ করিয়া বলিল, "দিদি নিতাই বাবু বলিতেছেন, 'বৌমা অনেক দিন এখানে রয়েছেন, যদি দু এক দিনের জন্যে ওদের ওখানে পাঠিয়ে দাও।' বৌমার মা নাকি বৌমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত. হয়েছেন।"

পর্দ্দার অন্তরাল হইতে গিনি স্বর্ণের চুড়ি বাজিয়া উঠিল। রায়টা শুনিবার জন্য নিতাইবাবু আকুল

আগ্রহে দরজার দিকে চাহিলেন। তাঁহার বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মীর অতি ক্ষীণ স্বর পর্দ্দার পাশ হইতে উত্থিত হইল, "মেয়েকে আনা নেওয়া সাধ আহ্লাদ করবার যদি বেহাই মশায়ের ইচ্ছে থাকতো তাহ'লে কি আর আমাদের সঙ্গে অমন ছোটলোকী ব্যবহার করেন! আরসিতে মুখ দেখাদেখি, এখন আমাদের দুষ্‌লে চলবে কেন? আমি তো স্পষ্টই বলে দিয়েছি যে, আমি ওদের বাড়ী বৌকে পাঠাব না।"

একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস নিতাই সেনের বুকের পঞ্জরগুলা চুরমার করিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল; তিনি নিজে একটু সামলাইয়া লইয়া মিনতি করিয়া বলিলেন, "আমি তো সে টাকাটা দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সে টাকাটাতো আলাদা করে আপনাদের জন্য তুলে রেখেছি। আর টাকাটাতো আমি পরদি-নই পাঠিয়ে দিয়েছিলেম, আপনি নেন্‌নি তাতে আমার অপরাধ কি বলুন! আর যদিই বা কোন অপরাধ হয়ে থাকে, সে অপরাধ আমার, আপনার বৌয়ের

তো নয়। আমার অপরাধে ছেলে মানুষ কষ্টে পাচ্ছে—”

হারাধন নিতাইবাবুকে বাধা দিল, বেশ একটু তীব্রভাবে বলিয়া উঠিল, “সে কি রকম? আপনি কি বলতে চান আমরা আমাদের বৌকে কষ্ট দিচ্ছি? একবেলা খেতে দিচ্ছি, না গোয়াল ঘরের জাব কাটাচ্ছি। বুঝলেন নিতাইবাবু, আপনি আমাদের সঙ্গে যে ব্যবহারই করুন, আমরা আপনার মত নীচ নই।”

হারাধনের কথায় আঘাতে নিতাই বাবুর প্রাণটা যেন চুরমার হইবার মত হইল, তিনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া—তাড়াতাড়ি বলিলেন, “ছি! ছি! হারাধনবাবু, সে কথা একবার মনেও করবেন না,—আমি সে কথা বলিনি। আপনাদের এখানে মেয়ে যে আমার রাণীর চেয়েও সুখে আছে তা আমি ভালো রকমই জানি,—তবে কি জানেন, কথা হচ্ছে এই ছেলেমানুষ বিয়ের পর সেই এসেছে, একবার মাকেও কি আর তার দেখতে ইচ্ছে হয় না?”

হারাধন গম্ভীরভাবে বলিল, "এম। যদি বেয়াড়াই ইচ্ছে হয়—সে অপরাধ কি আমাদের ?"

নিতাইবাবু, তাঁহার স্বরটাকে যতদূর সম্ভব মোলাম করিতে পারা যায় করিয়া বলিলেন, "অপরাধ আপনাদের আর এতে কি হতে পারে ? তবে যদি বেহান ঠাকুরাণী একটু দয়া করেন।"

পর্দ্দার আড়াল হইতে রাজলক্ষ্মীর স্বর অতি তীব্রভাবেই বাহির হইল, "পাঠান-টাঠান হবে না সেতো আমি বলেই দিয়েছি। 'ওদের বাড়ীতে পাঠিয়ে শেষে কি আমার বৌটির পর্য্যন্ত ওদের মত নজর ছোট হয়ে যাবে। হাজার বল্লেও আমি বৌকে কিছুতেই ওদের ওখানে পাঠাব না। বেয়ান-ঠাকরুণ যদি মেয়েকে দেখবার জন্যে সত্যিই ব্যস্ত হয়ে থাকেন,—অনায়াসেই এখানে এসে মেয়েকে দেখে যেতে পারেন। বেহাই মশাই আর যেন কখন মেয়েকে নিয়ে যাবার বিষয় অনুরোধ না করেন, আমি বৌ কিছুতেই পাঠাব না।"

নিতাইসেনের আর কোন কথা না শুনিয়াই

রাজলক্ষ্মী তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার পদশব্দে তাহা চারিদিকে জ্ঞাপন করিয়া দিল। নিতাই সেন কন্যাকে লইয়া যাইবার আশায় একে বারে হতাশ হইয়া, উঠিতে যাইতেছিলেন কিন্তু হারাধন বলিল, "উঠ্ছেন যে,—বৌমার সঙ্গে একবার দেখা করবেন না ?"

নিতাই সেনের প্রাণটা তখন একেবারে খিচ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল তিনি অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "না—থাক্ আর দেখা করে কি হবে ?"

"না-না-বসুন, সেকি হয়," বলিয়া হারাধন তাড়াতাড়ি আবার বাহির হইয়া গেল। পরক্ষণেই সুকুমারা ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার নির্ম্মল সুন্দর মুখখানি যেন শরতের শুভ্র-জ্যোৎস্নালোকে ঢল ঢল করিতেছে। সুকুমারী পিতার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বিবাহের পর জনকজননীর নিকট বিদায় লইবার সময় কন্যা আপনার অশ্রু চাপিয়া লইয়াছিল কিন্তু এবার মিলনের দিন, পিতা যেমনি তাহার চিবুক

ধরিয়া মুখটি তুলিয়া ধরিলেন অমনি সুকুমারীর চোখের জল আর মানা মানিল না। নিতাই সেন একটি কথাও বলিতে পারিলেন না,—এমন কি তিনি জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না, "কেমন আছিস্।"

পিতা ও কন্যা উভয়েই নীরব। উভয়ের মনেই কত কথা কতভাবে উদয় হইয়া হৃদয়ের ভিতর একটা হুলুস্থুল বাধাইয়া দিয়াছিল। কিছুক্ষণ এই-ভাবে কাটিয়া যাইবার পর নিতাই সেন অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুকু মা আমার, তোর মার জন্যে কি তোর মন কেমন করে, আমার সঙ্গে তুই যাবি ?"

সুকুমারী কাঙ্গালের মত বলিয়া উঠিল. "যাব ?"

নিতাই সেনের চক্ষে জল আসিল, তিনি সেই অশ্রু বিজড়িত স্বরে বলিলেন, "কিন্তু. যে মা, এরা তোকে পাঠাতে চায়না।"

পিতার নয়নে অশ্রু দেখিয়া সুকুমারী সবকথাই বুঝিতে পারিল। তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য

আসিয়া অন্যান্য আত্মীয়ের ন্যায় পিতাও যে তাহার শ্বশ্রূমাতার নিকট লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছেন তাহাও আর তাহার বুঝিতে বাকি রহিলনা। পিতা তাহার জন্য কত লাঞ্ছনাই না সহ্য করিতেছেন? সুকুমারীর বুক ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হইল,—পাছে তাহার বেদনায় পিতা বেদনা পান, তাই সুকুমারী জোর করিয়া মুখে হাসি আনিয়া অন্য কথা পাড়িল, সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "বাবা, বাড়ীর সকলে ভাল আছেন তো?"

কন্যার মুখে হাসি দেখিয়া নিতাই সেন প্রাণে কতকটা শান্তি পাইয়াছিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, "হাঁ মা, আপাততঃ একরকম সবাই ভাল।"

তারপর পিতা ও কন্যায় কত কথাই হইল। রাত্র প্রায় দুই দণ্ড আড়াই দণ্ডের সময় নিতাই সেন কন্যার নিকট বিদায় লইবার জন্য উঠিলেন, বলিলেন "তা হ'লে সুকু এখন তবে চল্লুম মা!"

সুকুমারী হাসিতে হাসিতে পিতাকে যেন একটু ভৎর্সনা করিয়া বলিল, "বাবা আর যদি তুমি এমন

ছুটোছুটি করে এ বাড়ীতে এস তাহ'লে কিন্তু আর আমি তোমার সঙ্গে কথা কব না।"

কন্যার কথার অর্থ নিতাই সেন বুঝিলেন। সুকুমারী চায়না, তাহার জন্য তাহার পিতা তাহার শ্বশুরালয়ে আসিয়া অপমানিত হন। নিতাই সেন হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, "তাই হবে মা।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুকুমারীর পিত্রালয়ে আসা নিশ্চয়ই বিধাতার অভিপ্রেত নয়,—নতুবা নিতাই বাবু কেন এমন দিনে কন্যা আনিতে যাইবেন, যে দিন তাঁহার বৈবাহিক কলিকাতায় নাই। তিনি কন্যার বিবাহ দিয়া কত আশাই করিয়াছিলেন, কন্যা জামাতা লইয়া কত সাধ আহ্লাদ করিবেন ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কোন সাধই পূর্ণ হইল না। বিবাহের পর দিন হইতেই কন্যা চিরদিনের মত পর হইয়া গেল। বেহানঠাকুরাণীর আচরণে কন্যাকে আর চোখের দেখা দেখিবারও তাঁহার ইচ্ছা রহিল না। তিনি কন্যার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। আর কন্যার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা তাঁহাকে দিনরাত এমনি পীড়ন আরম্ভ করিয়া দিল যে, তিনি দিন দিন শয্যাশায়ী হইবার মত হইলেন। তাঁহাদেরই দোষে কন্যার পিত্রালয়ে

আসিবার পথ বন্ধ হইয়াছে, এ কথাটা যখনই তাঁহার মনে হইত তখনই তাঁহার বুকটা যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম করিত,—কিন্তু তথাপি তিনি নীরব। কন্যাকে আনিতে গিয়া স্বামী অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন;—ইহার পর কন্যাকে আর আনিবার কথাটাও মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলিতে তাঁহার সাহস হইত না। তিনি কন্যার মুখ চাহিয়া সমস্ত কষ্টই নীরবে মাথা পাতিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

নিতাই সেন কন্যাকে আনিতে যাইয়া অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিবার পর আরও সাতদিন কাটিয়া গিয়াছে,—পার্ব্বতীবাবু তাঁহার কাজ সারিয়া ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সে দিন রবিবার,—পার্ব্বতীবাবু কাছারি বাহির হন নাই। মধ্যাহ্নে আহারের পর তিনি তাঁহার কক্ষে পালঙ্কের উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যায় পড়িয়া সেদিনকার দৈনিক সংবাদ পত্রখানা নাড়িয়া চাড়িয়া চক্ষু বুলাইতে ছিলেন। সংবাদ পত্রখানায় যে তাঁহার মন বিশেষ আকৃষ্ট হয়

নাই তাহা তাঁহায় ভাব দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। তিনি যেন বিশেষ উদ্‌গ্রীবভাবে কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সেই সময় রাজ্যের লজ্জা অঙ্গে মাখিয়া, অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠিতা সুকুমারী আসিয়া ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার অঙ্গে একটী রঙ্গিন সেমিজ, তাহার উপর একখানি নীলাম্বরী সাড়ী। তাহার এলাইত কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ স্কন্ধে ও পৃষ্ঠে লুটাইতেছে। কৈশোর ও যৌবনের মধ্যে পড়িয়া তাহার সুন্দর সুঠাম দেহলতা যেন এক অপরূপ সৌন্দর্য্য লইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে।

সুকুমারীর গৃহপ্রবেশ জনিত মৃদু পদশব্দ কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র, পার্ব্বতীবাবু তাঁহার হস্তস্থিত সংবাদ পত্রখানা একপার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় উঠিয়া বসিলেন; মৃদুহাসিয়া বলিলেন, "তোমায় ডেকেছিলেম কেন জান মা,— শুন্‌লুম তোমার বাবা এসেছিলেন। আমি ছিলুম না, তাঁর যত্ন খাতির হয়েছিলো তো?"

সুকুমারী নীরব! পৃথিবীতে অনেকেই অনেক জিনিষ পাইয়া থাকে, কিন্তু তাহার ন্যায় শ্বশুর লাভ অনেকেরই ভাগ্যে দুর্ল্লভ। সে তাহার দেবতার ন্যায় শ্বশুরের যে অসীম স্নেহ পাইয়াছিল কয়জন বধূর ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া থাকে। শ্বশুরের এই স্নেহময় কথা কয়টিতে তাহার সমস্ত প্রাণটা যেন এক স্বর্গীয় স্নেহে গলিয়া গেল, তাহার মুখ হইতে একটীও কথা বাহির হইল না; সে লজ্জায় রক্তিম মুখখানি নত করিয়া রহিল। পার্ব্বতীবাবু স্নেহ কোমল হাস্যে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় বলিলেন, "জানতো মা, এখন যদি তোমার বাবা কোন নিন্দে করেন, সে নিন্দে তোমার। তুমি আমার পুত্রবধূ, গৃহশ্রী, লক্ষ্মীপ্রতিমা! এখন থেকে এ বাড়ীর নিন্দা সুখ্যাতির জন্য তুমিই মা দায়ী। দেখ মা খুব হুসিয়ার, তোমার বুড়ো শ্বশুরের যেন অখ্যাতি না হয়।"

এইবার সুকুমারী মুখ তুলিল। ক্ষণপ্রভার ক্ষীণ প্রভার মত একটা ক্ষীণহাসি নিমিষের জন্য যেন তাহার সমস্ত মুখখানিতে ভাসিয়া উঠিল,—সে অতি

মৃদুস্বরে বলিল, "বাবা! আপনার কখন কি অখ্যাতি হ'তে পারে?"

পার্ব্বতীবাবু মৃদু হাসিলেন, ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাবা বুঝি তোমায় নিতে এসেছিলেন,—না?"

সুকুমারী চুপ করিয়া রহিল, পার্ব্বতীবাবু বলিলেন, "হাঁ মা, তোমার বাপের বাড়ী যাবার জন্যে নিশ্চয়ই খুব ইচ্ছে হয়? মার জন্যে নিশ্চয়ই খুব মন কেমন করে?"

সুকুমারী অতি মধুরস্বরে বলিল, "কেন বাবা, আমিতো এখানে বেশ আছি।"

পার্ব্বতীবাবু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমার শ্বাশুড়ী ঠাকরুণের ইচ্ছা তোমাকে কিছুতেই বাপের বাড়ী পাঠাবেন না। তাঁহার যখন জেদ্ তখন তোমার একটু কষ্ট হ'লেও বাপের বাড়ী না যাওয়াই উচিত। তিনিতো আর চিরদিন নন, এরপর মা তুমিই গিন্নী হবে, তখন তুমি যখন ইচ্ছে বাপের বাড়ী যেতে পারবে, কেউ তোমায় বাধা দেবে না।"

পার্ব্বতীবাবু নীরব হইলে সুকুমারী ঈষৎ মস্তক তুলিয়া কেবলমাত্র বলিল, "কই বাবা, আমার তো কোন কষ্ট হয়নি।"

পার্ব্বতীবাবু কহিলেন, "কষ্ট হ'লেও এ কষ্ট তোমার সহ্য কর্ত্তেই হবে, শাশুড়ী যে তোমার মায়ের সমান,—তাঁর ইচ্ছে পূর্ণ করাই যে তোমার প্রধান কর্ত্তব্য। তিনি যদি কিছু বলেন তাহাও তোমার সহ্য করা উচিত। পৃথিবীতে বড় হতে গেলে অনেক সহ্য কর্ত্তে হয় মা!"

পার্ব্বতীবাবুর বোধ হয় আরো কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু রাজলক্ষ্মীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি অন্য কথা পাড়িলেন। রাজলক্ষ্মী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া হেলিয়া দুলিয়া আসিয়া পার্ব্বতীবাবুর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন, বেশ একটু বিদ্রূপের হাসি হা'সয়া বলিলেন, "শুনেছ গো, বৌমাকে নিতে বৌমার বাবা এসেছিলেন যে।"

পার্ব্বতীবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "হুঁ

সেই কথাই বৌমার সঙ্গে হচ্ছিলো। বেশ ক'রে দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছ তো?"

রাজলক্ষ্মীর সুশ্রী মুখখানা একেবারে বিশ্রী হইয়া গেল। তিনি নথটা নাড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "শোনাতে আর পারলুম কই! পর্দ্দার আড়াল থেকে কি আর সব কথা শোনান যায়। আমি মেয়ে মানুষ, হাজার হক্ তবুতো বেহায়ের সুমুখে বেরুতে পারিনি?"

পার্ব্বতীবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, "তাতে আর এমন কি দোষ হ'তো! বেহাই মশাই এলেন, আর টাকাটাও আদায় করে নিতে পারলে না। তুমিই না হয় মেয়ে মানুষ, হারু কি কচ্ছিলো?"

রাজলক্ষ্মী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "হারু কি কর্ব্বে! তারা আমাদের সঙ্গে ছোটলোকের মত আচরণ করেছে বলেতো আর আমরা ছোট-লোক হতে পারিনি। তাদের ভদ্রতা তাদের কাছে, তা ব'লে তুমি কি ভেবেছ আমি তাদের টাকা ছোঁব? আমি টাকাও নেব না. বৌও পাঠাব না।"

পার্ব্বতীবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "নিশ্চয়ই ? ও টাকা আবার ছোঁয়া—"

হাতখানা একেবারে পার্ব্বতীবাবুর মুখের উপর নাড়িয়া রাজলক্ষ্মী বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি আর মুখ নেড় না,—তোমার জন্যইতো যত কাণ্ড। হারুর যা যোগ্যতা আছে, তোমার যদি তার কড়ে আঙ্গুলের যোগ্যতাও থাকতো তা'হ'লে কি আর আমায় এই জলুনি জলতে হয়। তোমার মত মুখচোরা লোক জজের কাছে বক্তিতা করে কি করে ? মাগো, কাজে একেবারে ঘেন্না ধরিয়ে দিলে।"

পার্ব্বতীবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যা বলেছ,— সেও একটা কথা বটে।"

রাজলক্ষ্মী পার্ব্বতীবাবুর কথায় আর কোন উত্তর দিলেন না, কেবল মাত্র মুখটা ঈষৎ বিকৃত করিলেন। তারপর সুকুমারীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চল বাছা, তোমার চুলটা বেঁধে দেইগে চল। একেই কত লোকে কত কথা বলছে। শেষে কি আবার 'বৌ কাট্‌কি' অপবাদ নোব।"

পার্ব্বতীবাবু তাড়াতাড়ী বলিলেন, "হাঁ মা, যাও যাও! যে দিনকাল পড়েছে, লোকের ত আর বুদ্ধি বিবেচনা নেই; কোন দিন কি বল্‌তে কি বলে ফেল্‌বে।"

রাজলক্ষ্মী আর কোন কথা কহিলেন না, তিনি তাঁহার পুত্রবধূকে লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। পার্ব্বতীবাবু তাঁহার পার্শ্বে রক্ষিত একখানি টেপয়ের উপর হইতে একতাড়া নথি লইয়া উল্‌টাইতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

তীব্র গরম ছড়াইয়া, আম কাঁঠাল পাকাইয়া মিষ্ট মধুর জ্যৈষ্ঠমাস জামাইষষ্ঠী সঙ্গে লইয়া ধরার গায়ে ঝাপাইয়া পড়িল। গৃহে গৃহে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গেল। বিরহ-মিলনের অপূর্ব্ব রাগিণী নব-পরিণীতা নর-নারীর কর্ণের পার্শ্বে কত আশার গান গাহিয়া জীবনটাকে যেন আবার নূতন করিয়া রাঙ্গাইয়া দিল। পুরাতন জামাতাদিগের প্রাণের মধ্যে আবার সেই কত দিনের কত পুরাতন স্মৃতি একটা নূতন তরঙ্গে জাগিয়া উঠিল। সকলেই সুখী, সকলেই আনন্দিত, কেবল কন্যার পিতার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। জামাতাকে তত্ত্ব করিতে হইবে; খুঁটিনাটির একটু উনিশ বিশ হইলেই সর্ব্বনাশ। শ্বশ্রূ ননদিনীগণ একেবারে মুখাইয়া রহিয়াছে। একটু খুঁৎ পাইলে হয়, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা এক নিশ্বাসে কন্যার পিতার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের হিসাব নিকাশ করিয়া ফেলিলেন।

রাজলক্ষ্মী জ্যৈষ্ঠ মাস পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই পালা সুরু করিয়া দিয়াছিলেন ; কারণ তিনি একরূপ স্থির সিদ্ধান্তই করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে,নিতাই সেন এই বড় দাঁওটাই ফাঁকি দিবে,—জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্বটা কিছুতেই করিবে না। সেই যে নিতাই সেন ফিরিয়া গিয়াছে, তাহার পর সুকুমারীর সংবাদটা পর্য্যন্ত যখন কেহ লইতে আসে নাই, তখন তাহাদের মতলবটা যে কি, তাহা বুঝিতে আর রাজলক্ষ্মীর বাকি ছিল না। সুযোগ ও সুবিধা পাইলে মানুষ মানুষকে ফাঁকি দিতে বিস্মৃত হয় না। এমন সুযোগ ও সুবিধা নিতাই সেন কি পরিত্যাগ করিতে পারে ?

সে দিন জামাই ষষ্ঠী,—রাজলক্ষ্মী ছয় মাসের রোগীর মত হেলিয়া টলিয়া ভাঁড়ার ঘরের সম্মুখস্থ বারান্দায় আসিয়া ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িলেন। এতদিন আশা নয়—অথচ আশা, এমন একটা ভাব তাঁহার মনের মধ্যে উকি বুঝি মারিতেছিল ; কিন্তু যখন সে দিন পর্য্যন্তও নিতাই সেনের বাড়ী হইতে কোনরূপ তত্ত্ব আসিল না, তখন তাঁহার সে ভাবটা

পর্য্যন্ত চলিয়া গেল। আজ তাঁহার সত্যই মনটা একেবারে অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শান্ত ক্লান্ত কণ্ঠে আরম্ভ করিলেন, "বেহাই বলি শ্যামবাবুকে, বেহায়ের মতন বেহাই। কাল জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্ব করেছে—হাঁ, তত্ত্বের মতন তত্ত্ব বটে। আমার যেমন পোড়া বরাত, তেমনি অলুক্ষণে বেহাই জুটেছে। মেয়ের সন্ধান না নিস্ নাই নিলি, তা' বলে কি জামাই ষষ্ঠীতেও জামাইকে একখানা কাপড়ও পাঠাতে পার্‌লিনি।"

তথায় অন্য কেহ ছিল না, রাজলক্ষ্মী যে কাহাকে উপলক্ষ বলিয়া কথাটা বলিলেন এবং বেহাইয়ের মতন বেহাই শ্যামবাবুটাই বা কে, তাহা অন্তর্য্যামী বলিতে পারেন। ভাঁড়ার ঘরের ভিতরে বসিয়া সুকুমারী পান সাজিতেছিল কথাটা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র তাহার মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল। পিতার উপর একটা তীব্র অভিমান এমনি সজোরে তাহার বুকের উপর আঘাত করিল যে, তাহার নয়ন ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইবার মত হইল।

প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও এক ফোঁটা অশ্রু নয়ন কোণে উছলিয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি অঞ্চলে চক্ষু মুছিল। রাজলক্ষ্মী পুনরায় সুরু করিলেন, "আমার যেমন অধর্ম্মের ভোগ, তা না হ'লে এমন হয়। ছেলের বিয়ে দিয়ে কত সাধ আহ্লাদ কর্ব্বো ভেবেছিলাম, তা এমন ছোট লোকের ঘরে বিয়ে হ'লো যে আমার কোন সাধ আহ্লাদই হ'লো না। যেমন বরাত তা নইলে আর এমন লোকের হাতে পড়ি।"

হারাধন সেই সময় কি একটা কাজের জন্য বাড়ীর ভিতর আসিয়াছিল, সে সম্মুখে রাজলক্ষ্মীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ দিদি, আজ না জামাই ষষ্ঠী; কই নলির শ্বশুরতো নলিকে নেমন্তন্ন করলে না। তত্ত্বটা পর্য্যন্ত করলে না—ব্যাপার কি?"

বারুদের উপর সহসা অগ্নি পড়িলে তাহা যেমন ভাবে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, হারাধনের কথায় রাজলক্ষ্মী ঠিক সেই ভাবে জ্বলিয়া উঠিলেন, তাঁহার মেজাজটা একেবারে সপ্তমে চড়িয়া গেল। তিনি একটা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "ব্যাপার আমার

মাথা আর মুণ্ড। দেখে শুনে শেষ একটা কিনা ছোটলোকের ঘরে নলির বিয়ে দিলি!"

দিদির আওয়াজটার গুরুত্বে হারাধন বেশ একটু কাহিল হইয়া পড়িয়াছিল। সে স্বরটা যতদূর সম্ভব মোলায়েম করিয়া রীতিমত কিন্তু হইয়া বলিল, "এতে আমার আর অপরাধ কি বল দিদি; আমি তো বিয়ে দিতে একেবারেই নারাজ হয়েছিলেম কিন্তু কি কর্ব্বো বল?"

রাজলক্ষ্মী মাথাটা নাড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দোষতো সবই তোর। তোরই জন্যই তো এমন কাণ্ডটা ঘটলো। তোর যে কোন যোগ্যতা নেই। তোকে না করে যদি একটা কুকুরকেও ছেলের বিয়ের বর-কর্ত্তা করে পাঠাতেম তা হ'লেও কখন এমনতর হ'তো না। তোর দোষে আমার হাত কামড়ে মর্ত্তে ইচ্ছে কচ্ছে।"

হারাধন একটু অভিমানজড়িত-স্বরে উত্তর দিল, "এখন ত সবই আমার দোষ হবে! মিত্তির মশাই যে এমন বাদ সাধবেন তা আমি কেমন ক'রে জানবো?"

রাজলক্ষ্মী মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, "যা যা, আর মুখ নাড়িসনে,—তোদের যত মুরোদ তা আর আমার জানতে বাকি নেই।"

হারাধন গলাটা সানাইয়া দিদির কথার আবার কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল, সেই সময় বাড়ীর পুরাতন ঝি খেন্তি আসিয়া সংবাদ দিল, "মা, বৌদিদির বাপের বাড়ী থেকে তত্ত্ব আসছে।"

খেন্তির কথায় রাজলক্ষ্মী মাথাটা তুলিয়াছিলেন, কথাটা সত্যই সত্য কিনা তাহার অকাট্য প্রমাণ লইবার জন্য তিনি বিস্মিত ভাবে পরিচারিকার মুখের দিকে চাহিয়া কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, এক ঝাঁক ঝি চাকর মহা সোরগোল করিয়া বড় বড় পিতলের থালা ও ট্রে পরিপূর্ণ নানাবিধ দ্রব্য লইয়া একেবারে অন্তঃপুরের উঠানের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়ীময় একটা রব উঠিল, "তত্ত্ব এসেছে, তত্ত্ব এসেছে।"

যাহারা তত্ত্ব লইয়া আসিয়াছিল, তাঁহারা একে একে আসিয়া ভঁাড়ার ঘরের সম্মুখস্থ বারান্দায় তাহাদের হস্তস্থিত থালা ও ট্রে নামাইতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি তত্ত্বের সরঞ্জাম দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। রাজা-রাজড়ার বাড়ীতেও কখন এমন তত্ত্ব আসিয়াছে কিনা সন্দেহ! পাছে আবার একটা কথা জন্মায় সেই আশঙ্কায় নিতাই সেন এমন তত্ত্ব করিয়াছেন যে অতি বড় নিন্দুকেও খুঁৎ ধরিতে অক্ষম। তাহাতে ছিল না যে কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন। জামাতার মস্তকের ছাতা হইতে পায়ের চটি জুতা পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

পার্ব্বতীবাবুর পুষ্যি অনেক। মামাতো পিসতুতো বিধবা ভগ্নী ও গ্রামসম্পর্কীয়া বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়াগণ প্রায়ই তাঁহার বাড়ীখানি পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেন। নূতন কুটুম্ববাড়ী হইতে প্রথম 'ষষ্ঠীবাটার' তত্ত্ব আসিয়াছে এই সংবাদটা বাড়ীময় প্রচারিত হইবামাত্র তাঁহারা যে যাঁহার কার্য্য ফেলিয়া তত্ত্বের চারি পার্শ্বে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। এটা সেটা নানা

দ্রব্য নাড়িয়া চাড়িয়া উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিয়া একটা কিছু দোষ বাহির করিবার জন্য অনেকেই যেন বেশ একটু চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তত্ত্বের দোষ বাহির করা কঠিন; তাহাতে এমন কোন জিনিষ ছিল না, যাহাতে সামান্য মাত্রও নাসিকা কুঞ্চিত হয়। দোষ বাহির করিতে না পারিয়া অনেকেই যেন বেশ একটু ক্ষুন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ভাল বলা যাঁহাদের কুষ্ঠীতে লেখে নাই,—তাঁহারা কেমন করিয়া মুখ ফুটিয়া ভাল বলিবেন। ভাল বলিতে হইলেই তাহাদের যেন কেমন একটা থেলো হইয়া যাইতে হয়। কিন্তু বামাপিসি ছাড়িবার পাত্রী নন। তিনি ঘাড়টি নাড়িয়া নাড়িয়া বেশ একটু মিহিসুরে ধরিলেন, "তত্ত্ব করেছে বটে, তবে তা বাছা এমন কি আর! চলনসই বলা যেতে পারে। বাড়ীশুদ্ধ লোক তত্ত্ব দেখে যেমন হেদিয়ে উঠেছে, তেমন কিছু নয়! আমাদের তো আর দেখতে কিছু বাকি নেই। এই ষষ্ঠীবাটার তত্ত্ব হরেক রকম দেখ্‌লেম, বেঁচে থাক্‌লে আরও কত দেখতে হবে।"

৬

বামাপিসির পার্শ্বে একটী অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা অর্দ্ধপক্ক গৃহিণী বসিয়া ট্রের উপর হইতে একে একে তুলিয়া কাপড় জামাগুলি দেখিতেছিলেন ;—বামাপিসিকে থামিতে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি একটু রসান দিলেন, "পিসি, ভাল মন্দ ফরাকরির আর কি বল না ; পরের পয়সায় এমন তেমন লম্বাইচম্বাই করা বিশেষ আশ্চর্য্যের নয়। বিয়ের সময় এককাঁড়ি টাকা গেঁড়া দিয়ে সকলেই এমন তত্ত্ব কর্ত্তে পারে।"

বামাপিসি নাকটা সিটকাইয়া বলিলেন, "ওমা, তাই নাকি ? তা এ জুতো মেরে গরু-দানের এতটা দরকারই বা কি ছিল ?"

আরো দুই একজন ললনা আসরে নামিবার জন্ত বেশ করিয়া প্রস্তুত হইতেছিল, কিন্তু সম্মুখে পার্ব্বতী-বাবুকে আসিতে দেখিয়া সকলেই যেন একটু মুষড়াইয়া গেলেন। অনেকে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া একেবারে তাড়াতাড়ি স্থান পরিত্যাগের জন্ত যত্নবান্ হইলেন। বৈবাহিক মহাশয় কিরূপ তত্ত্ব করিয়াছেন তাহাই দেখিবার জন্ত পার্ব্বতীবাবু অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ

করিয়াছিলেন। তিনি তত্ত্বের জিনিষগুলির প্রতি একবারমাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া একগাল হাসিয়া বলিলেন, "বাঃ! বেহাই মশাই দেখছি খাসা তত্ত্ব করেছেন। শুধু পয়সা থাকলেই হয় না; দিতে থুতে আবার জানা থাকা চাই। বেহাই মশায়ের মেজাজটা খুব উঁচু।"

রাজলক্ষ্মী এতক্ষণ নীরবে মুখখানা কালি করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন, ভালমন্দ একটী কথাও বলেন নাই। তত্ত্ব না আসায় তাঁহার যে জ্বালা ছিল, তত্ত্ব আসায় তাহা যেন আরো শতগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। স্বামীর কথায় তিনি একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "বেহায়ের সুখ্যাতি যে আর মুখে ধরে না; আমাদের নিয়েই আমাদের দিয়েছেন, তা আর এমন কি বড় কাজ করেছেন?"

ধমক খাইয়া পার্ব্বতীবাবু হতভম্ব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের নিয়েই আমাদের দিয়েছেন, সে কি রকম? আমরা আবার কবে তত্ত্ব কল্লুম?"

রাজলক্ষ্মী তেমনি উচ্চকণ্ঠে জবাব দিলেন,

"আমাদের যে তিনশোখানি টাকা মেরে বসে' আছেন, তা বুঝি হুঁস নেই, ভীমরতি ধরেছে কিনা।"

পার্ব্বতীবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তাও তো বটে, আমার সে কথাটা একেবারেই মনে ছিল না—তাহ'লে তো এ একেবারে যাচ্ছেতাই ব্যাপার,—আরে রামচন্দ্র,—তাহ'লে এ তত্ত্ব তো তত্ত্বই নয়। দাও—দাও সব ফেরত—এ রাখা কিছুতেই হতে পারে না।"

হারাধন নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, পার্ব্বতীবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "হারু, দাও সব ফেরত ;—আমাদেরই টাকায় আমাদের তত্ত্ব!"

রাজলক্ষ্মী চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"তারা ছোটলোক বলে তো আর আমরা ছোটলোক হ'তে পারিনি, যে তত্ত্ব ফেরত দেব ?"

পার্ব্বতীবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "তাও তো বটে—তা হ'লে টাকাটা—"

রাজলক্ষ্মী ক্ষোভে অভিমানে কপালে করাঘাত করিয়া একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বলিলেন,

"পোড়া কপাল। আমি নিতে যাব, তাদের টাকা! আমার এমন পোড়া অদৃষ্ট না হ'লে আর তোমার হাতে পড়বো কেন? বাপ মা এর চেয়ে আমায় হাত পা বেঁধে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলে না কেন?"

রাজলক্ষ্মীর মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না'—একটা মর্ম্মান্তিক দুঃখে তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। আজ প্রায় ৩৪।৩৫ বৎসর পরে, বাপ মা যে তাঁহাকে একটা অপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন এই দুর্ঘটনাটা আবিষ্কার করিয়া তাঁহার যেন মনস্তাপের আর অধিক রহিল না। পার্ব্বতীবাবু বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

পার্ব্বতীবাবু চলিয়া যাইবা মাত্র অনেকেই যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। যাঁহারা একটু পূর্ব্বে জড়সড় হইয়া বস্ত্রে আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিয়া লজ্জাবতী লতাটির ন্যায় এক পার্শ্বে কুণ্ডলী পাকাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা এতক্ষণ কথা কহিতে না পারিয়া যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ—ঘোমটাটা মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া, একেবারে আসরে ঝাপাইয়া পড়িলেন। নিন্দা ও সুখ্যাতির বন্যা আসিল। যাঁহারা সুখ্যাতি করিতেছিলেন তাঁহাদের সুখ্যাতির মাত্রাটা এমনি অতিরঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল যে, তাহার কোন অর্থ পাওয়াই দুর্ঘট হইয়া পড়িতে লাগিল,—আর যাঁহারা নিন্দা করিতেছিলেন তাঁহাদের নিন্দারও কোন যুক্তি-তর্ক ছিল না। তাঁহারা যখন খারাপ বলিতেছেন তখন খারাপ না হইয়া যাইতে পারে না। তাঁহারা তাঁহাদের

বচসায় এমনই মাতিয়া উঠিয়াছিলেন যে, বেলার দিকে কাহারও লক্ষ্য ছিলনা। পার্ব্বতীবাবু বহুক্ষণ স্নানাহার করিয়া কাচারি বাহির হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু তত্ত্বের সমালোচনা তখন পর্য্যন্তও সমভাবে চলিতে ছিল। সেই সময় হারাধন নিতাইবাবুর এক দ্বাদশ বর্ষীয় ভাগিনাকে সঙ্গে লইয়া অন্তপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই বালকের হাস্তে একখানি পত্র,—পত্রখানি রাজলক্ষ্মীর। পত্রে সামান্যই কয়েক লাইন লেখা। তাহাতে তাঁহার বৈবাহিক ঠাকুরাণী তাঁহার কন্যা ও জামাতাকে কেবলমাত্র জামাই ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ করিয়াছেন'—এবং কেবল মাত্র সেই দিনটার জন্য তাঁহার কন্যা ও জামাত্রাকে তাঁহাদের বাটীতে পাঠাইয়া দিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছেন।

পত্র পড়িবা মাত্র রাজলক্ষ্মীর মুখখানা একেবারে গম্ভীর হইয়া গেল। বামাপিসি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হারাধন, এটী কে গা?"

হারাধন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "এটি বৌমার

পিস্‌তুতো ভাই। বেহানঠাক্‌রুণ, ননী আর বৌমাকে একে দিয়ে ষষ্ঠিবাটার নেমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন।"

বামাপিসি আবার নাকটা সিটকাইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তা বেহাই মশাই যে এলেন না! প্রথম ষষ্ঠীবাটায় মেয়ে জামাইকে নিয়ে যাবেন,—বেহাই মশায়ের নিজেরই আশা উচিত ছিল।"

উচিত ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু অনেক সাধ্যসাধনায়ও নিতাই সেনকে পাঠাইতে অক্ষম হওয়ায় সুকুমারীর মাতা এই বালককে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, বালক লজ্জিতভাবে অতি সঙ্কোচের সহিত মস্তক হেঁট করিয়া উত্তর দিল, "আজ ক'দিন থেকে তাঁর শরীরটা ভাল নেই, তাই তিনি আসতে পারেন নি। তা নইলে তিনি নিজেই আসতেন।"

রাজলক্ষ্মী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ও সব শরীর ভাল নেই টেই কি আর আমরা বুঝতে পারিনি, বাছা। তিনি হ'লেন বড় লোক, আমাদের বাড়ীতে আসতে হ'লে যে তাঁর অপমান হয়। পিসি এটা আর বুঝতে পাচ্ছনা।"

বালক অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আপনাদের বাড়ীতে আসবেন তা আর অপমান কি ? তাঁর শরীর ভালো থাকলে নিশ্চয়ই আসতেন।"

রাজলক্ষ্মী গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তা তিনি আসুন আর না আসুন, আমরা তো আর বৌ পাঠাতে পারিনি। কর্ত্তা কাছারিতে বেরিয়ে গেছেন, তিনি আসুন, বেহানের পত্রখানা তাঁকে দেব এখন, তারপর তিনি যা ভালো বিবেচনা হয় কর্ব্বেন। তাঁর মত না হলে তো আর আমি কিছু কর্ত্তে পারিনা।"

হারাধন মাথাটা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "নিশ্চয়ই। মিত্তির মশাই থাকলেও যা হয় একটা হ'তো। তিনি যখন এখন নেই, তখন তো এখন কিছুতেই বৌমাকে পাঠান যেতে পারে না।"

কিছুতেই যখন পাঠাতে পারা যায় না, তখন আর উপায় কি ? বালক উঠিয়া দাড়াইল, অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল, "তা হলে সন্ধ্যের পর কি একবার আসবো।"

বামাপিসি নাকটা সিটকাইয়া বলিলেন, "তা

বাছা, তুমি ছেলে মানুষ ; তুমি আর কষ্ট করে আসবে কেন, বেহাইকে পাঠিয়ে দিও।”

বালক বামাপিসির ও রাজলক্ষ্মীর পদধূলি লইয়া গমনোদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু রাজলক্ষ্মী বাধা দিলেন, বলিলেন, “একটু মিষ্টিমুখ না করে কি কুটুম্ব বাড়ী থেকে যেতে আছে।”

হারাধন গম্ভীর ভাবে বলিল, “নিশ্চই নয়,—সে হ'তেই পারে না। আরে বসো বসো, একটু বসো।”

কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বালককে আবার বসিতে হইল। হারাধন বাহিরে উঠিয়া গেল। রাজলক্ষ্মী উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, “বৌমা, তোমার ভাইকে একটু মিষ্টি-টিষ্টি এনে দাও।”

* * * *

অনেক দিন হইতে সুকুমারীর একটা বড় আশা ছিল যে ষষ্ঠীবাটায় নিশ্চয়ই সে পিত্রালয়ে যাইতে পাইবে—কিন্তু আজ সে আশাটাও একেবারে সমূলে নির্ম্মূল হওয়ায় তাহার প্রাণের ভিতরটা যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। তাহার ক্ষুদ্র প্রাণ অনেক

সহ্য করিয়াছে; আর সহ্য করিতে পারিবে কেন? মাতাকে একবার মাত্র দেখিবার জন্য তাহার মনটা এমনি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল,—বুকের ভিতর এমনি একটা বেদনা হইতেছিল যে, সে আর কিছুতেই অশ্রু দমন করিতে পারিল না। সে যতই অশ্রু দমন করিতে চেষ্টা করে, অশ্রু ততই প্রবল হইয়া ঝর ঝর করিয়া গণ্ড বহিয়া ঝরিতে থাকে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিবার উপায় নাই,—এখানে তো কেহ তাহার প্রাণের বেদনা বুঝিবে না!

আহারের সময় রাজলক্ষ্মী সুকুমারীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন। রাজলক্ষ্মীর অন্য যে কোন দোষই থাকুক, তিনি পুত্রবধূর যত্নের কোনরূপ ত্রুটী করিতেন না। প্রত্যহই নিজে সম্মুখে বসিয়া সুকুমারীকে খাওয়াইতেন। আজ সুকুকারীর মুখে অন্ন উঠিতেছে না দেখিয়া তিনি বেশ একটু উদ্‌গ্রীব ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌমা আজ বাছা তোমার মুখে ভাত উঠ্‌ছে না কেন,—অসুখ বিসুখ করেনি তো?"

আঘাতের উপর প্রতিঘাত পাইয়া সুকুমারীর ভিতরের অশ্রু তোলপাড় করিয়া উঠিল। সে বহুকষ্টে কোন ক্রমে যে অশ্রুকে দমন করিয়া আহারে বসিয়াছিল, তাহা আর কোন বাধাই মানিল না। রাজলক্ষ্মীর সম্মুখেই ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। আজ প্রায় তিন মাস হইল সুকুমারী শ্বশুরালয়ে রহিয়াছে; এই তিন মাসের ভিতর একদিনের জন্যও রাজলক্ষ্মী তাঁহার পুত্রবধূর সকল সুন্দর হাসিমাখা মুখখানিতে বিষাদের ছায়াও দখিতে পান নাই, আজ সহসা তাহার নয়নে অশ্রু দেখিয়া প্রথমে তিনি বেশ একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন ;কিন্তু অশ্রুর কারণ বুঝিবামাত্র তিনি একেবারে মহা খাপ্পা হইয়া পড়িলেন। অনেকবার অনেক লোকে তাহাকে লইতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, কিন্তু কই কখনতো সুকুমারীর নয়নে অশ্রু দেখেন নাই। রাজলক্ষ্মী, মহা বিরক্ত ভাবে বেশ একটু উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "না বাছা, খেতে বসে চোখের জল ফেলে আমার আর অকল্যাণ করো না। ও সব আমার সহ্য হয়না।

ও প্যান্‌প্যানানি ঘ্যান্‌ঘ্যানানি আমি মোটেই দেখতে পারিনি। শ্বশুরবাড়ী,—নিজের ঘর, তা ফেলে যে আবার বাপের বাড়ী যাবার জন্যে কোন মেয়েমানুষ কাঁদে, তাতো কখনো শুনিনি।"

শেষের কথাটা কিন্তু রাজলক্ষ্মীর' একেবারেই সত্য নয়,—কেন না রাজলক্ষ্মীর বয়স যখন বাইশ বৎসর, তখন পর্য্যন্তও তিনি বাপের বাড়ী যাইবার জন্য কাঁদিয়া কাটিয়া শ্বশুরালয়ের প্রত্যেক লোককে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন ;—কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তিনি তো এখন আর বধূ নন ; তিনি যে এক্ষণে শ্বশ্রূঠাকুরাণী। সে সব কথা তাঁহার মনে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। সুকুমারী শ্বশ্রূর কথায় অশ্রু দমন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি অঞ্চলে চক্ষু মুছিল, কিন্তু মুছিলে কি হইবে ? আজ অশ্রু যে তাহার অবাধ্য হইয়াছে,—সে তাহার কোন মানাই না মানিয়া ক্রমাগত ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া তাহাকে শ্বশ্রূর সম্মুখে একেবারে মহা অপ্রস্তুত করিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী কাহারও চক্ষের জল দেখিতে পারিতেন না ; তিনি মহা বিরক্ত ভাবে মুখখানা

কালি করিয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। শ্বশ্রূমাতা তাহার আচরণে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন দেখিয়া সুকুমারী প্রাণে যে বেদনা পাইল, তাহা কেবল অন্তর্য্যামীই বুঝিতে পারিলেন; সে তাহার অন্ন ব্যঞ্জন পরিপূর্ণ থালার সম্মুখে বসিয়া যেন মরমে মরিয়া গেল। বিশ্বসংসার যেন একটা বিরাট অন্ধকূপের মত হইয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর পার্ব্বতী বাবু কাছারি হইতে ফিরিলে রাজলক্ষ্মী সকালের কাণ্ডটা বেশ একটু রং চড়াইয়া স্বামীর নিকট বিবৃত করিবার জন্য ধীরে ধীরে যাইয়া তাঁহার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পার্ব্বতীবাবু গৃহের মধ্যস্থলে একখানা আরাম কেদারায় পড়িয়া সে দিন যে জটিল মামলাটা মুলতুবি করিয়া আসিয়াছিলেন, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহারই বিষয় বোধ হয় চিন্তা করিতেছিলেন। রাজলক্ষ্মীর গৃহ-প্রবেশ জনিত পদশব্দ মোটেই তাঁহার কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিল না। ভৃত্য বহুক্ষণ হইল গুড়গুড়ির উপর কলিকা বসাইয়া তাহার নলটা তাঁহার হস্তে দিয়া গিয়াছে কিন্তু চিন্তার ভিতর তাঁহার মনটা এমনি নিবিষ্ট ছিল যে, গুড়গুড়ির নলটা পর্য্যন্ত অন্যমনস্কভাবে তাঁহার হাতেই ধরা ছিল, তাহা যে টানিতে হইবে সে কথাটাও তাঁহার মনে ছিল না। রাজলক্ষ্মী সেই

আরাম কেদারার পার্শ্বে আসিয়া বেশ যুত করিয়া বসিলেন। তাহার পর একথা সেকথার পর ধীরে ধীরে একেবারেই আসল কথা পাড়িলেন, নিতাই সেনের ভাগিনার আগমন,—ষষ্ঠী বাটার নিমন্ত্রণ প্রভৃতি একে একে স্বামীর নিকট সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া বলিলেন, "কিন্তু সে যাই হোক্, আমি কিন্তু বৌমাকে কিছুতেই পাঠাব না। বৌমার মনটা সেইজন্যে আজ বড় ভাল নেই, খাবার সময় চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছিলো।"

পার্ব্বতীবাবুর বোধ হয় সব কথা কাণে যায় নাই,—শেষের কথাটাই কাণে গিয়াছিল,—তিনি চক্ষু না খুলিয়াই কহিলেন, "খেতে বসে চোখদিয়ে জল বেরুচ্ছিল? বোধ হয় চোখে পোকা মাকড় কিছু পড়ে থাকবে। এখন তো আর বেরুচ্ছে না?"

স্বামীর কথায় রাজলক্ষ্মী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—"কাণের মাথা খেয়েছ নাকি। বয়স হ'লে তো জানি লোকে চোখের মাথাই খায়; তুমি কি কাণের মাথাও খেয়েছ। কি বল্লুম, আর উনি কি শুনলেন। পোড়ার

দশা—আমার চোখে জল বেরুতে যাবে কোন্ দুঃখে ? বলছি বৌমা খেতে বসে কাঁদছিলো ।”

‘বৌমা কাঁদছিলো’ কথাটা কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র পার্ব্বতীবাবু একেবারে ধড়পড়িয়া উঠিয়া বসিলেন। গুড়গুড়ির নলটায় দুই তিনটা সজোরে টান দিয়া বিস্মিতের ন্যায় পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৌমা কাঁদ্‌ছিল ! সে কি ! কেন,—কি হয়েছে ?”

রাজলক্ষ্মী বিরক্তভাবে বলিলেন “সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার ভার্য্যে ! এতক্ষণ তবে কি বললুম আমার মাথা আর মুণ্ডু। আজকাল কি আফিম ধরেছ নাকি ?”

পার্ব্বতীবাবু বিহ্বলের ন্যায় বলিলেন, “কই, কখন কি বল্লে, আবার ?”

রাজলক্ষ্মী আর ক্রোধ দমন করিতে পারিলেন না ; ক্রোধে একেবারে চেঁচাইয়া উঠিলেন, “আমার একটা কথাও কি তোমার কাণে যায় না ? বৌমার পিসতুতো ভাই এসেছিল, নলিকে আর বৌমাকে

ষষ্ঠীবাটার নিমন্ত্রণ ক'ত্তে। বেহান তার কাছে আমাকে একখানা পত্র দিয়েছেন, তাতে লিখেছেন—আজকের দিনের জন্য তাঁর মেয়েকে আর জামাইকে একবার পাঠিয়ে দেবার জন্যে।"

পার্ব্বতীবাবু আরাম কেদারখানায় আবার আড় হইয়া পড়িয়া গুড়গুড়ির নলটা তুলিয়া লইলেন, তারপর যেন বেশ একটু সুস্থ হইয়া ধীরে ধীরে গুড়গুড়ির নলটায় কয়েকটা টান দিয়া বলিলেন, "এই কথা? তা বৌমা গেলেন কখন। আসবেন কবে?"

রাজলক্ষ্মী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; হাতখানা একেবারে পার্ব্বতীবাবুর মুখের সম্মুখে নাড়িয়া এক বিকৃত স্বরে বলিলেন, "বৌমা গেলেন কি;—আমি পাঠালে তবে ত যাবেন। তুমি কি মনে করেছ—আমি বৌমাকে পাঠাব। আমার প্রাণ গেলেও সেটি হচ্ছে না। ষষ্ঠীবাটার নেমন্ত্রণ করেছেন চিঠিতে,—পোড়া কপাল অমন নেমন্তন্নের। বেহাই নিজে না এসে বেহানকে দিয়ে পত্র লিখিয়ে

"‥ বড় আশঙ্কা!'

আমাদের অপমান করেছে, এই সোজা জিনিষটা আর বুঝতে পাচ্ছনা! তোমার বেহাইটী কি কম মতলব বাজ।"

কথাটা শেষ হইবামাত্র পার্ব্বতীবাবু একেবারে মহা ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিয়া চোক মুখ লাল করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "এত বড় আস্পর্দ্ধা! চিঠি লিখে আমাদের অপমান করে! আমি এখনি এর হেস্তনেস্ত কর্ব্বো। বৌমা কোথায়—ডাক বৌমাকে।"

পার্ব্বতী বাবু 'বৌমা বৌমা" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। গৃহের সম্মুখ দিয়া একজন দাসী যাইতেছিল সে ছুটিয়া যাইয়া সুকুমারীকে সংবাদ দিল, "বৌ-দিদি, কর্ত্তাবাবু আপনাকে ডাকছেন।"

শ্বশুর ডাকিতেছেন এই সংবাদ পাইবামাত্র সুকুমারী তাহার সংযত বস্ত্র আরও একটু সংযত করিয়া ধীরে ধীরে যাইয়া তাহার শ্বশুরের গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহাকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া পার্ব্বতীবাবু গম্ভীর ভাবে

বলিয়া উঠিলেন, "তোমার মা, তোমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরুণকে চিঠি লিখে অপমান করেন এত বড় আস্পর্দ্ধা। তুমি এখনি যাও, আমি নলিনকে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি। তুমি গিয়ে বেশ করে তোমার মাকে রীতিমত গোটা কতক শক্ত কথা শুনিয়ে দিয়ে আসবে। চিঠি লিখে তোমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরুণকে অপমান। যাও—তৈরী হয়ে নাও, আমি এখনি গাড়ী জুততে বলছি।"

শ্বশুরের সম্মুখে মস্তক হেঁট করিয়া সুকুমারী দাঁড়াইয়াছিল, সে তাহার শ্বশুরের কথার কোনই ভাবার্থ পাইল না। কাজেই নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "বৌমা যাবে কথায়; না আমি বৌমাকে কিছুতেই পাঠাব না।"

পার্ব্বতীবাবু বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "যা বোঝ না তাতে কথা কও কেন বল দেখি। চিঠি লিখে তোমাকে অপমান করার মানেই হচ্ছে আমাকে অপমান করা। বেহাই কতবড় মতলববাজ আজ আমি তাই দেখতে

চাই। আমিও উকিল,—মেয়ে দিয়ে মাকে অপমান করাব, দেখি কে কত মতলব বাজ। যাও মা দাঁড়িয়ে রইলে কেন, তুমি গিয়ে তোমার মাকে আচ্ছা করে গোটা কতক শক্ত কথা শুনিয়ে দেবে। এ্যাঁ এত বড় অপমান! আমার বৌমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ে!"

সুকুমারী তথাপি নড়িল না দেখিয়া পর্ব্বতীবাবু তাঁহার পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যাও, যাও আর দেরী করো না, বৌমাকে কাপড় চোপড় পরিয়ে দাওগে। আজ তোমার অপমানের রীতিমত শোধবোধ হয়ে যাবে। আমি যাই নলিনকে তৈরী হয়ে নিতে বলিগে।"

রাজলক্ষ্মী স্বামীর কথাবার্ত্তার কোনই ভাব না পাইয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন, অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতে আর এমন কি অপমান করা হবে?"

পার্ব্বতীবাবু পত্নীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "বোঝনা এমন অপমান কেউ কখনও করেনি,—

একেবারে নতুন। তুমি যাও যাও, বৌমাকে কাপড় চোপড় পরিয়ে দাওগে। মেয়ে গিয়ে যখন মায়ের মুখের ওপর এইসব কথাগুলো বলবে, তখন অপমানের জ্বালায় তারা একেবারে আধমরা হয়ে যাবে।"

রাজলক্ষ্মী বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "না বাপু আমি তোমার কথার কোন ভাব পাইনে,—এমন লোকের হাতেও প'ড়ে হাড়ে নাড়ে জ্বলে মলুম।"

"সে যা হয় পরে হবে, তুমি চট করে ততক্ষণ বৌমাকে সাজিয়ে দাও,—আমি যাই গাড়ীর বন্দো-বস্ত করিগে।" পার্ব্বতীবাবু আর দাঁড়াইলেন না, মহাব্যস্তভাবে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই সুকুমারী তাহার স্বামীর সহিত প্রায় তিনমাস বাদে পিত্রালয়ে রওনা হইল। যাইবার সময় সে যখন তাহার দেবতার ন্যায় শ্বশুরের পদধূলি গ্রহণ করিল তখন মুখ তুলিয়া আর তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

পার্ব্বতীবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দেখ মা,

তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর যেন না অখ্যাতি হয়। তোমার বুড়ো শ্বশুরের নিন্দা অখ্যাতি আজ আমি তোমার হাতে তুলে দিলুম। তুমি আমার মা,—দেখ মা তার যেন মর্য্যাদা থাকে। যাও মা, আর দেরী ক'রো না।”

আনন্দে সুকুমারীর চোখের পাতা জলে ভিজিয়া আসিতেছিল; সে মুখ ফুটিয়া একটিও কথা কহিতে পারিল না। আরতির পর দেবতার স্থান যেমন ধূপধূনার গন্ধে ভরিয়া উঠে, সেইরূপ একটা অসীম ভক্তিতে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিল। তাহার এই তিনমাসের সঞ্চিত সমস্ত দুঃখ একটা বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে ডুবিয়া গেল। তাহার কেবলি মনে হইতেছিল; দেবতার ন্যায় স্বামী—স্বামীর অনন্ত ভালবাসা অনেকেই পায়—সে'ও পাইয়াছে; কিন্তু এমন দেবতার ন্যায় শ্বশুর কয়জনের ভাগ্যে ঘটে! শ্বশুরের এমন অসীম স্নেহ কয়জনে লাভ করিতে পারিয়াছে। তাহার ন্যায় ভাগ্যবতী কে আছে? শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় তাহার সমস্ত নারী-হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আজ তাহার ন্যায় সুখী কে?

সম্পূর্ণ।

লক্ষ্মীলাভ—৺ধীরেন্দ্রনাথ পা॰ প্রণীত এ এক নূতন ধরণের নূতন উপন্যাস। পল্লীজননীর নিখুঁত চিত্র। স্বর্ণ-মণ্ডিত রেশমে বাঁধা, মূল্য ১৷৹ মাত্র।

স্বর্ণকুটীর—দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টা-চার্য্য প্রণীত সুন্দর উপন্যাস। ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সুরঞ্জিত রেশমে বাঁধা; মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

হরপার্ব্বতী—শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত হর-পার্ব্বতীর অপূর্ব্ব লীলা। উপন্যাস অপেক্ষাও মধুর। যেমন ছাপা, তেমনি বাঁধা, মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

স্বর্ণ-প্রতিমা—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত রেশমে বাঁধা সচিত্র সুন্দর প্রকাণ্ড সামাজিক উপন্যাস। স্বর্ণ-প্রতিমা হিন্দুগৃহের উজ্জ্বল চিত্র। পূণ্য প্রেমের অপূর্ব্ব সমাবেশ। মূল্য ১৷৷৹ টাকা মাত্র।

বিন্দুর বিয়ে—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কন্যার বিবাহে পিতার দীর্ঘশ্বাস, অভাবের দারুণ হাহাকার, বঙ্গগৃহের প্রতিদিনের ঘটনা। নয়নরঞ্জন চিত্র, রেশমে বাঁধা, সোনার জলে নাম। মূল্য ১৷৷৹ টাকা মাত্র।

কমলার অদৃষ্ট—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত গার্হস্থ্য উপন্যাস। রেশমে বাঁধা, সোনার জলে নাম লেখা, মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

সঙ্গিনী—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত। বিবাহিত জীবনে যাহাতে রমণীর সমস্ত সুষমা নির্ম্মাল্য হইয়া উঠে, এই পুস্তকে অতি সরলভাবে তাহারই পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সঙ্গিনীতে সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শ সঙ্গিনীগণের জীবনী প্রদান করা হইয়াছে। তুলার প্যাডে রেশমে বাঁধা, সোনার জলে নাম লেখা, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

সুখের মিলন—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত অপূর্ব্ব সামাজিক উপন্যাস। সুন্দর বাঁধা, সুন্দর ছাপা, মূল্য ১৷৹ টাকা।

পরাধীনা—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত সুবৃহৎ পারিবারিক উপন্যাস। উপন্যাসখানির আগাগোড়া নূতন। এমন ঘটনাবহুল উপন্যাস বহুকাল বাহির হয় নাই। মূল্য ১৷৹ টাকা।

সতীরাণী—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত গার্হস্থ্য উপন্যাস। বিবাহবাসরে উপহার দিবার একমাত্র পুস্তক। দ্বিতীয় সংস্করণ, তুলার প্যাডে বাঁধা, মূল্য ১৲ এক টাকা।

ভাগ্যবতী—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রণীত সুন্দর সামাজিক উপন্যাস। সিল্কে বাঁধা, মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র।

ভোরের আলো—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত সামাজিক উপন্যাস। সিল্কে বাঁধা, মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র।

বিসর্জ্জন—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সামাজিক উপন্যাস। সিল্কে বাঁধা, মূল্য ১।৵০ টাকা মাত্র।

অনাদৃতা—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সামাজিক উপন্যাস। সিল্কে বাঁধা, মূল্য ১।০ মাত্র।

মুস্কিল আসান—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত গার্হস্থ্য উপন্যাস। সিল্কে বাঁধা, মূল্য ১॥০ মাত্র।

স্নেহের দান—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ, প্রণীত। সুবৃহৎ সামাজিক উপন্যাস। ভাবে, ভাষায়, ঘটনাবৈচিত্র্যে ও কল্পনার নূতনত্বে এই অত্যুৎকৃষ্ট উপন্যাসের তুলনা নাই। মূল্য ২৲ টাকা।

আলোকে আঁধারে—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত উচ্চাঙ্গের সামাজিক উপন্যাস। সুন্দর কাগজ ও বাঁধাই। মূল্য ১॥০ টাকা।

স্বপ্ন-পরিণীতা—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত উৎকৃষ্ট সামাজিক উপন্যাস। সিল্কে বাঁধান, মূল্য ১॥০।

দিশেহারা—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত বৃহৎ গার্হস্থ্য উপন্যাস। ভাবে, ভাষায় অনুপম, চরিত্র-সৌন্দর্য্যে মনোরম। ভালো বাঁধাই। মূল্য ২৲ টাকা।